আমাদের কর্মপদ্ধতি

ফুলকুঁড়ি আসর

ফুলকুঁড়ি প্রতীক

ফুলকুঁড়ি সালাম

ফুলকুঁড়ি শপথ

আমাদের
কর্মপদ্ধতি

ফুলকুঁড়ি আসর
জাতীয় শিশুকিশোর সংগঠন

www.phulkuri.org.bd

আমাদের কর্মপদ্ধতি

প্রকাশনায়
ফুলকুঁড়ি আসর
১১৩/১ সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মৌচাক, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০২-৯৩৪৬৫২১

মুদ্রণকাল

প্রথম মুদ্রণ	:	জুলাই ১৯৮২
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
তৃতীয় মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর ১৯৯৫
চতুর্থ মুদ্রণ	:	জানুয়ারি ২০০৮
পঞ্চম মুদ্রণ	:	নভেম্বর ২০১৪

অক্ষর বিন্যাস
কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, ফুলকুঁড়ি আসর

www.phulkuri.org.bd

ভূমিকা

আজকের শিশুকিশোররাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেবে। শিশুকিশোরদের নির্মল চরিত্র, সুন্দর মন আর সুস্থ দেহের অধিকারী রূপে গড়ে তোলার জন্য ফুলকুঁড়ি আসরের জন্ম।

আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিশুকিশোররা যেনো সুনাগরিক এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যেই ফুলকুঁড়ি আসরের রয়েছে পাঁচ দফা কর্মসূচী। এই পাঁচ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যই প্রণীত হয়েছে **'আমাদের কর্মপদ্ধতি'**। কিন্তু কর্মপদ্ধতি কোনো কাগুজে ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র পাঠ করলে এ থেকে কোনো উপকার পাওয়া যাবে না। আমরা যদি কর্মপদ্ধতি পুরোটাই মুখস্থ করে ফেলি, অথচ সে অনুযায়ী কাজ না করি তাতে কোনো লাভ হবে কি? মোটেও না।

অতএব, কর্মপদ্ধতি আমাদের যেমন পড়তে, বুঝতে এবং জানতে হবে, তেমনি কাজকর্মেও তা প্রয়োগ করতে হবে।

তবে, কর্মপদ্ধতি জানার আগে ফুলকুঁড়ি আসরের নামকরণ, আদর্শ-উদ্দেশ্য ও মূলমন্ত্র সম্পর্কে কিছু কথা জেনে রাখা প্রয়োজন।

নাম

সুন্দর রঙ আর মন মাতানো সুবাসের জন্যে ফুলকে সবাই ভালোবাসে। শিশুকিশোরদের আমরা মনে করি এক একটি ফুলের কুঁড়ি। আমাদের শিশুকিশোররা একদিন বড় হবে; নিজেদের চরিত্রের সুবাসে আর জ্ঞানের আলোয় তারা ভরে তুলবে এই পৃথিবী। তাইতো শিশুকিশোরদের এই প্রাণপ্রিয় সংগঠনের নাম 'ফুলকুঁড়ি আসর' সংক্ষেপে 'ফুলকুঁড়ি'।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

একতা, শিক্ষা, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও সেবা ফুলকুঁড়ির আদর্শ। কোমলমতি শিশুকিশোরদের একতাবদ্ধ করে শিক্ষা ও শরীরচর্চামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে চরিত্রবান এবং স্বাস্থ্যবান রূপে গড়ে তুলে দেশ ও দশের সেবা করাই ফুলকুঁড়ির উদ্দেশ্য।

একতা

ফুলকুঁড়ি শিশুকিশোরদের মধ্যে একতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চায়। কেনোনা যেকোনো ভালো কাজ করতে হলে একতাবদ্ধ হতে হয়।

শিক্ষা

আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। শিশুকিশোরদের সংগঠিত করে সে শিক্ষাই দিতে চায় ফুলকুঁড়ি আসর।

চরিত্র

আত্মপ্রত্যয়, নিষ্ঠা, সততা, বিশ্বস্ততা, নিয়মানুবর্তিতা, সাহসিকতা আর বিনয়ের আদর্শে শিশুকিশোরদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একতাবদ্ধ শিশুকিশোরদেরকে সুশিক্ষার মাধ্যমে ফুলকুঁড়ি নির্মল চরিত্রের অধিকারীরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নিবেদিত।

স্বাস্থ্য

নির্মল চরিত্র আর সুন্দর মনের সাথে সাথে ফুলকুঁড়ি শিশুকিশোরদের স্বাস্থ্যবান, সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী রূপে গড়ে তোলার প্রতিও যত্নবান।

সেবা

দেশ ও জাতির সেবাই ফুলকুঁড়ির ব্রত। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সেবায় শিশুকিশোরদের উদ্বুদ্ধ করতে চায় ফুলকুঁড়ি আসর।

মূলমন্ত্র ও শ্লোগান

ফুলকুঁড়ি আসরের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'নিজকে গড়ো'।

ফুলকুঁড়ির স্বপ্ন সুন্দর এক পৃথিবী। যে পৃথিবী হবে সত্য, ন্যায় আর ভালোবাসার রঙে রঙিন। আর এজন্যে সবার আগে নিজেদেরকেই গড়তে হবে। নিজেদের চরিত্রকে করতে হবে সুন্দর ও মধুর। ফুলকুঁড়ির শ্লোগান তাই 'পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজকে গড়ো'।

প্রথম অধ্যায়
কর্মসূচী

ফুলকুঁড়ি আসর তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করেছে পাঁচ ধরনের কর্মসূচী যা পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত। এ বিন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয়েছে শিশুকিশোরদের মানসিক চাহিদা ও বৈচিত্রের প্রতি।

১। শিক্ষা-সাহিত্য বিভাগ

শিক্ষা-সাহিত্য বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুকিশোরদের মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মসূচী নিম্নরূপ :

সাহিত্য সভা

শাখা পর্যায়ে পাক্ষিক এবং আসর পর্যায়ে মাসিক সাহিত্য সভা করা যায়। পূর্বেই দিন, সময়, স্থান ও বিষয় নির্ধারণ করে লিখিয়ে বন্ধুদের চিঠি বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। সাহিত্য সভায় একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে অতিথি হিসেবে আনলে ভালো হয়। সদস্যরা নতুন লেখা নিয়ে সভায় আসবে। ছড়া, কবিতা, গল্প নিয়ে বিষয় ভিত্তিক সাহিত্য সভার আয়োজন করা যেতে পারে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দিবস ও খ্যাতিমান লেখকদের স্মরণে বিশেষ সাহিত্য সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা

বিশেষ কোনো উপলক্ষে শিশুকিশোরদের নিয়ে সাহিত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকমন্ডলী প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ধারণ করবেন। আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা, স্বরচিত লেখাপাঠ, গল্প বলা ইত্যাদি এ প্রতিযোগিতায় থাকতে পারে। পত্রিকায় খবর ছাপানো, স্কুল সমূহে এবং আসরগুলোতে চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের নাম আহ্বান করা যাবে।

বই পাঠ প্রতিযোগিতা

নির্দিষ্ট এক বা একাধিক বইয়ের উপরে বই পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। নির্ধারিত সময়ে ঐ বইয়ের উপরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। মাসিক ফুলকুঁড়ি নিয়েও এ ধরনের আয়োজন করা যেতে পারে।

উপস্থিত বক্তৃতা/ বক্তৃতা অনুশীলন/ বিতর্ক অনুষ্ঠান

একজন ভালো বক্তাকে অতিথি রেখে শাখা ও আসর পর্যায়ে 'বক্তৃতা অনুশীলন' হতে পারে। এক একজন করে নির্দিষ্ট সময় বক্তৃতা করবে। পরবর্তীতে কিভাবে ভালো বক্তৃতা করা যায় এবং এখানে কার কি কি ত্রুটি হয়েছে তা তুলে ধরে অতিথি বক্তব্য রাখবেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বক্তৃতা অডিও বা ভিডিও রেকর্ড করে সংশ্লিষ্টদের শুনানো যেতে পারে, যাতে করে ভুলত্রুটি সংশোধন করা যায়।

ধাঁধাঁ/ সাধারণ জ্ঞানের আসর/ প্রতিযোগিতা

সাধারণত আসর পর্যায়ে এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আগে থেকে বলে রাখার কারণে সদস্যরা প্রস্তুতি নিয়ে আসে। এ আসরে একজন ধাঁধাঁ/ সাধারণ জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি অতিথি থাকতে পারেন। তাছাড়া উপস্থিত সদস্যদেরকে একাধিক দলে ভাগ করেও এ আসর হতে পারে। সেক্ষেত্রে পালাক্রমে একদল প্রশ্ন করবে এবং অন্য দল জবাব দেবে।

শিক্ষা বৈঠক

শাখায় প্রতি মাসে/ দুই মাসে একবার ফুলকুঁড়িদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বৈঠকের কর্মসূচী হবে নিম্নরূপ:

১। সত্য ভাষণ	৩০ মিনিট
২। ওয়ার্কশপ	৩০ মিনিট
৩। আলোচনা	৪০ মিনিট
৪। মেধা যাচাই	২০ মিনিট
৫। প্রতিযোগিতা	৩০ মিনিট
৬। সমাপনী	১০ মিনিট

মোট : ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট

শিক্ষা কর্মশালা

অগ্রসর ফুলকুঁড়িদেরকে চৌকস ও অগ্রপথিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি মাসে একটি শিক্ষা কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। শিক্ষা কর্মশালার কর্মসূচী নিম্নরূপ হতে পারে-

১। সত্য ভাষণ	৪০ মিনিট
২। ওয়ার্কশপ	৩০ মিনিট
৩। আলোচনা	৪৫ মিনিট
৪। প্রতিযোগিতা	২০ মিনিট
৫। সমাপনী	১৫ মিনিট
মোট :	**২ ঘন্টা ৩০ মিনিট**

ফুলকুঁড়ি সংগঠকদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও শাখার সংগঠকদের নিয়ে আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

দিনব্যাপী লিডারশীপ ওয়ার্কশপ (DLW)

ফুলকুঁড়িদের মানোন্নয়ন এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বৃদ্ধির জন্য শাখা পর্যায়ে বাছাইকৃত ফুলকুঁড়িদের নিয়ে ২/৩ মাস অন্তর দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। ভালো ফলাফলের জন্য এর সদস্য সংখ্যা ৩০-৩৫ জন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী হবে নিম্নরূপ :

১। উদ্বোধন	১৫ মিনিট
২। সত্য ভাষণ/ সোনালী দিনের কথা	৪৫ মিনিট
৩। বিষয় ভিত্তিক আলোচনা	০১ ঘন্টা
৪। প্রতিযোগিতা (গান/ আবৃত্তি/ অভিনয়/ বিতর্ক ইত্যাদি)	৪৫ মিনিট
৫। হাতে কলমে শিক্ষা	৪৫ মিনিট
৬। আলোচনা	৪৫ মিনিট
৭। মেধা যাচাই	২০ মিনিট
৮। মৌসুমী প্রতিযোগিতা/ খেলাধুলা	৩০ মিনিট
৯। মাঠের কাজ	৪৫ মিনিট
১০। সমাপনী	৩০ মিনিট

আঞ্চলিক কর্মশালা

শাখার সংগঠকদের নিয়ে অঞ্চল পর্যায়ে প্রতি তিন মাসে একটি আঞ্চলিক কর্মশালা করলে ভালো হয়। সকল শাখার সুবিধা হবে এমন জায়গায় কর্মশালাটি আয়োজন করা যেতে পারে। এ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নিম্নরূপ হতে পারে-

১। সত্য ভাষণ/ সোনালী দিনের কথা	১ ঘন্টা
২। হাতে কলমে শিক্ষা	১ ঘন্টা
৩। মেধা যাচাই	৩০ মিনিট
৪। আলোচনা	১ ঘন্টা

৫। প্রতিযোগিতা/ মডেল অনুষ্ঠান	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
৬। গ্রুপ আলোচনা	১ ঘন্টা
৭। সমাপনী	৩০ মিনিট
	মোট : ৬ ঘন্টা ৩০ মিনিট

ক্যাম্প

বাছাইকৃত ফুলকুঁড়িদের নিয়ে রিজিওনাল লিডারশীপ ক্যাম্প এবং সংগঠকদের নিয়ে ন্যাশনাল ক্যাম্প চার বা ততোধিক দিন ধরে কোনো কোনো স্কুল বা পছন্দমত জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে আলোর ভূবন, বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা, ওয়ার্কশপ, মাঠের কাজ, আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, শিশু পার্লামেন্ট, শিক্ষা ভ্রমণ ইত্যাদি কর্মসূচী থাকে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ফুলকুঁড়ি শপথ, আইন, সংগীত সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং এ কর্মসূচীতে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। ক্যাম্পে হাইকিং রাখা যেতে পারে। এ ছাড়াও সকল শাখার বাছাইকৃত ফুলকুঁড়িদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে ফুলকুঁড়ি ক্যাম্পের আয়োজন করা যেতে পারে।

পাঠাগার স্থাপন

প্রত্যেক আসরেই একটি পাঠাগার গড়ে তোলা হবে। ছোটদের উপযোগী গল্প, উপন্যাস, জীবনী গ্রন্থ, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান বিষয়ক বই, ছড়া, কবিতা, কৌতুক, শিশুদের উপযোগী পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পাঠাগারে থাকতে পারে। পাঠাগারের বই যথাযথ সংরক্ষণ এবং নিয়মিত বিতরণ ও আদায়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সাময়িকী, স্মারক ও দেয়াল পত্রিকা

সাধারণত কোনো বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে শাখা বা আসরে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। স্মারক, সাময়িকী ও দেয়াল পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখক ছাড়াও আসরের সদস্যদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা হয়।

ভাষা শিক্ষার আসর

আসরের সদস্যদেরকে বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শাখা ভিত্তিক ভাষা শিক্ষার আসর করা যেতে পারে। বাংলা, ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি ভাষার কোর্স চালু করা যেতে পারে।

গল্প বলার আসর

প্রত্যেক আসরে ফুলকুঁড়ি সদস্যদের নিয়ে মাসে একটি করে গল্প বলার আসর করা যেতে পারে। এ অনুষ্ঠানে ফুলকুঁড়িরা মজার মজার গল্প সুন্দরভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী, আদর্শ মানুষদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় ও মজার গল্প বলা যেতে পারে। নিজেরা নতুন নতুন গল্প তৈরি করে নিয়ে আসলে

www.pathagar.org.bd

অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হবে।
এছাড়া গল্প বলার আসরে ধারাবাহিক গল্প উপস্থাপন করলে তা হবে ধারাবাহিক গল্প বলার আসর। এ আসরে এক পাশ থেকে একজন একটি গল্প বলা শুরু করে এক জায়গায় শেষ করবে এবং পরের জন পূর্বের শেষ জায়গা থেকে শুরু করবে। এভাবে সবাই নিজ নিজ আঙ্গিকে গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং শেষের জন গল্প সমাপ্ত করবে। এছাড়াও শিক্ষা-সাহিত্য বিভাগে রয়েছে কোচিং ক্লাস, একাডেমিক মডেল টেস্ট, ধর্মীয় শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচী।

২। সাংস্কৃতিক বিভাগ

শিশুকিশোরদের নির্মল আনন্দ আর সুন্দর পরিবেশ দানের জন্য সাংস্কৃতিক বিভাগের অধীনে নিম্নরূপ কর্মসূচী রয়েছে–

দিবস পালন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, নবী (সা:) দিবস ইত্যাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস আসর বা শাখা পর্যায়ে পালন করা যেতে পারে। দিবস পালনের জন্য পূর্বে পরিকল্পনা করে নেয়া উচিত। এসব দিবসে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিচিত্রানুষ্ঠান/ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি থাকতে পারে।

এসো গান শিখি, এসো আবৃত্তি শিখি, এসো অভিনয় শিখি

ফুলকুঁড়িদের গান, আবৃত্তি ও অভিনয়ে পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য এসব প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী কোনো ব্যক্তিকে প্রশিক্ষক হিসেবে রাখতে পারলে ভালো হয়।
এছাড়া এ বিভাগের অধীনে ইফতার অনুষ্ঠান, মৌসুমী ফলের আসর, ঈদ পুনর্মিলনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কোন দিবসকে সামনে রেখে শাখা কিংবা আসরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সাধারণতঃ কোরআন তেলাওয়াত, হামদ, নাত, দেশাত্মবোধক গান ও উদ্দীপনামূলক গান, আবৃত্তি, গল্প বলা, অভিনয় ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নিম্নে প্রদান করা হলো–

হামদ/ নাত/ গান
১। নির্ভুল উচ্চারণ
২। নির্ভুল সুর ও গায়কী
৩। তাল-লয়
৪। পরিবেশনা

কবিতা আবৃত্তি

১। নির্ভুল উচ্চারণ
২। কবিতা নির্বাচন
৩। ছন্দ
৪। উপস্থাপনা

অভিনয়

১। বিষয় নির্বাচন
২। অভিনয়ের মান
৩। সংলাপ
৪। উপস্থাপনা

বিচিত্রানুষ্ঠান/ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গান, আবৃত্তি, অভিনয়, কৌতুক, ম্যাজিক, কুইজ ইত্যাদির সমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান হতে পারে। বিচিত্রানুষ্ঠানে ফুলকুঁড়িরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে।

নাটক

ছোটদের অভিনয় প্রতিভা বিকাশের জন্য নাটকের ব্যবস্থা করা। নাটক হতে হবে ছোটদের উপযোগী ও গঠনমূলক। বিষয় হতে পারে দেশপ্রেম, পারিবারিক জীবন, শিক্ষাজীবন, শিশু বিষয়ক নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি।

গেট টুগেদার

বড় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও কলাকুশলীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের পর সুবিধাজনক সময়ে এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো দর্শনীয়, ঐতিহাসিক বা শিক্ষণীয় স্থানকে বেছে নেওয়া ভালো। এতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের বিভিন্ন পারদর্শিতা প্রদর্শন করবে।

শিক্ষা ভ্রমণ/ দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন

ফুলকুঁড়ি সদস্যদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে কোনো দর্শনীয়/ শিক্ষণীয় স্থানে শিক্ষা ভ্রমণ/ দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের আয়োজন করা যেতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা ভ্রমণ ফুলকুঁড়িদের ছক বাঁধা জীবনে আনন্দের পাশাপাশি বাস্তব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ এনে দেয়।

বনভোজন

ছোট-বড় সবাই বছরে একবার বনভোজনের আনন্দ পেতে ভালোবাসে। ফুলকুঁড়ির বনভোজন নিছক ঘোরাফেরা ও খাওয়া-দাওয়া অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং একটি দিন প্রাকৃতিক পরিবেশে সবাই নির্মল আনন্দ উপভোগ করার নাম। বনভোজনে গ্রুপ ভ্রমণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান থাকতে পারে।

www.phulkuri.org.bd

নৌকা ভ্রমণ

অনেকটা শিক্ষা ভ্রমণের মতই সাঁতার জানা সদস্যদের নিয়ে নৌকা ভ্রমণের আয়োজন করা যায়। আসর বা শাখা পর্যায়ে নৌকা ভ্রমণ হতে পারে। সদস্য সংখ্যা বেশি হলে দলে দলে ভাগ হয়ে নৌকা নিয়ে নদী, লেক বা বড় দীঘিতে ভ্রমণ করা যায়। ভ্রমণের সময় গল্প বলা, গান গাওয়া, ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি এবং একসাথে খাওয়ার কর্মসূচী থাকতে পারে।

বিশেষ প্রকল্প : ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটার

সাংস্কৃতিক বিভাগের বিশেষ প্রকল্প কিশোর থিয়েটার। ছোটদের অভিনয় প্রতিভা বিকাশের জন্য নাটকের ব্যবস্থা করা এবং খুদে অভিনেতাদের সংগঠিত করাই কিশোর থিয়েটারের কাজ। ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটার বিভিন্ন উপলক্ষে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩। খেলাধুলা ও ব্যায়াম বিভাগ

শিশুকিশোরদের সময়ানুবর্তী, সুশৃঙ্খল ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মসূচী হলো কুচকাওয়াজ, শরীরচর্চা, রুটমার্চ, র‍্যালি, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও মৌসুমী খেলাধূলা ইত্যাদি। খেলাধুলা ও ব্যায়াম বিভাগের বিস্তারিত বর্ণনা মাঠের কাজ অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

৪। কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান বিভাগ

কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান বিভাগের কর্মসূচীর মাধ্যমে ফুলকুঁড়ি শিশুকিশোরদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে চায়। এ বিভাগের কর্মসূচী হচ্ছে-

কৃষি

ক. ব্যক্তিগত বাগান তৈরি ও পরিদর্শন

আসরের সদস্যরা বাড়ির আঙিনা, ছাদ কিংবা টবে নিজ হাতে ফল ও ফুল গাছের বাগান তৈরি করতে পারে। মৌসুমী সবজি বাগানও করা যেতে পারে। শিশুদের বাগান তৈরিতে উৎসাহিত করার জন্য আসর বা শাখা পর্যায়ে বাগান তৈরি প্রতিযোগিতা ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে।

খ. বৃক্ষরোপণ

কোন নির্দিষ্ট স্থানে দলবদ্ধভাবে গাছ লাগানোর অনুষ্ঠানকে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান বলা হয়। কোনো স্কুল বা সুবিধাজনক স্থানে অন্ততঃ ১০টি গাছ লাগানোর মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

শিল্প

কাগজ, কাদামাটি, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে ফুলকুঁড়িরা নিজ হাতে সুন্দর ফুল, খেলনা মডেল ইত্যাদি তৈরি করতে পারে।

ক. হস্তশিল্প

ফুলকুঁড়িরা কাগজের ফুল তৈরি, বাঁশ ও বেতের শো-পিস তৈরি, মোমের শো-পিস

তৈরি, কাদামাটি, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে নিজ হাতে খেলনা মডেল তৈরি এবং সুঁই-সুতা দিয়ে ঘর অথবা অফিস সাজানোর উপকরণ তৈরি করতে পারে। বাঁশ-বেতের কাজ এবং দড়ির কাজের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে অথবা আসর ভিত্তিক নিয়মিত কার্যক্রমও চলতে পারে। এতে সদস্যরা স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। এতে একজন প্রশিক্ষক থাকতে হবে। হাতে তৈরি জিনিসপত্র নিয়ে বছরে একবার প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে।

খ. এসো অংকন শিখি

চিত্রাংকনে আগ্রহী ফুলকুঁড়ি সদস্যদের নিয়ে এ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী দ্বারা এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা প্রয়োজন।

গ. ফুলকুঁড়ি আর্ট একাডেমী

শিশুকিশোরদের শৈল্পিক প্রতিভা বিকাশের জন্য শাখা বা আসর পর্যায়ে আর্ট একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। একাডেমীতে বৈতনিক প্রশিক্ষক থাকতে পারে। সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস হওয়া ভালো। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লাস কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ভর্তি ফি প্রদানের মাধ্যমে ভর্তি হবে এবং নিয়মিত মাসিক বেতন পরিশোধ করবে।

শিশুকিশোরদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বছরে একবার সুবিধাজনক সময়ে একাডেমীর শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি দিয়ে প্রদর্শনী করা যেতে পারে। আর্ট একাডেমীর উদ্যোগে বিভিন্ন দিবসকে সামনে রেখে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

বিশেষ প্রকল্প : বিজ্ঞানচক্র

ফুলকুঁড়ি আসরের বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যক্রম 'ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র' নামক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিজ্ঞান চর্চা, প্রজেক্ট তৈরি ও খুদে বিজ্ঞানীদের সংগঠিত করাই ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্রের কাজ। জাতীয় বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিমেলা এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণ করাও ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্রের কাজ। এছাড়া ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে থাকে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫। সমাজসেবা বিভাগ

সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে শিশুকিশোরদের মধ্যে সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এই বিভাগের যে সব কর্মসূচী আছে সেগুলো হলো: দুর্গত মানবতার সেবা, ত্রাণ বিতরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, আই ক্যাম্প, ব্লাড গ্রুপিং, ফার্স্ট এইড, সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণ, গরীব ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, অক্ষরজ্ঞান দান ইত্যাদি।

ক. আই ক্যাম্প

কোনো এলাকা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিশুদের চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

খ. ব্লাড গ্রুপিং

রক্ত মানব শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রয়োজনের তাগিদেই প্রত্যেকের রক্তের গ্রুপ জেনে রাখা উচিত। শিশুকিশোর ও অভিভাবকদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করার জন্য এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

গ. ফার্স্ট এইড প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা

এই অনুষ্ঠানে শিশুকিশোরদের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং অসুস্থ শিশুকিশোরদের কিংবা দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

ঘ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট দিনে এলাকার স্কুল/ মসজিদ/ রাস্তা/ মাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার করার অনুষ্ঠানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান বলে।

ঙ. অক্ষরজ্ঞান দান

নিরক্ষর বয়স্ক বা শিশুকে পরিকল্পিতভাবে অক্ষরজ্ঞান দান করাই এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এটা এককভাবে বা দলীয়ভাবে হতে পারে।

এছাড়াও এ বিভাগের অধীনে শীতবস্ত্র সংগ্রহ এবং বিতরণ, দরিদ্র ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, টিকা দান সহ বিভিন্ন জাতীয় সেবামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, এতিমখানা স্থাপন ও পরিচালনা করা যেতে পারে।

নিয়মিত কর্মসূচী

ফুলকুঁড়িদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রত্যেক মাসে আসরে তিনটি নিয়মিত কর্মসূচী ও ফুলকুঁড়ি দিবস পালন করতে হবে। কর্মসূচীগুলো হচ্ছে–

ক. আসর অনুষ্ঠান

ফুলকুঁড়িরা একত্রে বসে হামদ, নাত, ছড়া গান, দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, কৌতুক, ধাঁধাঁ, গল্প বলা, অভিজ্ঞতা বর্ণনা, স্বরচিত লেখা পাঠ ইত্যাদি আনন্দঘন পরিবেশনার মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান করে থাকে। কোনো খেলার মাঠ, বাড়ির আঙিনা, বাড়ির রেলিংযুক্ত ছাদ অথবা নিরিবিলি কোনো জায়গায় আসর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। তবে আসর অনুষ্ঠান মাঠে হলেই ভালো। অনুষ্ঠানে একজন পরিচালক থাকবেন। অতিথি থাকলে ভালো হয়। শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন ব্যতিরেকে আনুষ্ঠানিকতা যতো পরিহার করা যায় ততোই ভালো। অনুষ্ঠানসূচী এমনভাবে সাজাতে হবে যেনো সবাই কমবেশি অংশগ্রহণ করতে পারে। অবশ্য এখানে পরিচালকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি আসরে মাঝে মাঝে দু'একটি কথা বলে সংগঠনের আদর্শ বা শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। পরিচালক ফুলকুঁড়িদের পারদর্শিতা অনুযায়ী তাদেরকে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

প্রতিটি আসরে মাসে অন্ততঃ একটি করে আসর অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হবে।

আসর অনুষ্ঠানের সময় বণ্টন -

১। প্রাথমিক কথা	৫ মিনিট
২। বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপনা	৪৫ মিনিট
৩। অতিথির কথা	৫ মিনিট
৪। সমাপনী	৫ মিনিট
	মোট : ১ ঘন্টা

খ. সবাই মিলে পড়া

ফুলকুঁড়ি সদস্যদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে সিলেবাসের কোনো বই অথবা বইয়ের কোনো অংশ বা অধ্যায় সবাই মিলে একসাথে পাঠ ও আলোচনা করা এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বুঝে নেয়ার জন্যে এ অনুষ্ঠানটি করা হয়ে থাকে। এতে একজন পরিচালক থাকেন। প্রতি আসরে মাসে কমপক্ষে **একটি 'সবাই মিলে পড়া'** আয়োজন করতে হবে।

কর্মসূচী-

১। শুরুর কথা	৫ মিনিট
২। নির্দিষ্ট বিষয়/ বই পাঠ ও আলোচনা	৪০ মিনিট
৩। বিবিধ বিষয়ে আলোচনা	১০ মিনিট
৪। সমাপনী	৫ মিনিট
	মোট : ১ ঘন্টা

গ. ভ্রাতৃসভা

আসরের কাজের পর্যালোচনা, পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন সমস্যাদি আলোচনা ও কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য আসর কর্মীপরিষদ সদস্যদের নিয়ে মাসিক ভ্রাতৃসভার আয়োজন করা হয়।

ভ্রাতৃসভার কর্মসূচী হবে নিম্নরূপ :

১। কোরআন তেলাওয়াত	৫ মিনিট
২। আমার ডায়েরী উপস্থাপন ও পরামর্শ	১০ মিনিট
৩। বিগত মাসের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা	২০ মিনিট
৪। মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ	১৫ মিনিট
৫। বিবিধ বিষয়ে আলোচনা	৫ মিনিট
৬। সমাপনী	৫ মিনিট
	মোট : ১ ঘন্টা

ফুলকুঁড়ি দিবস

প্রতি মাসের ২য় ও ৩য় বৃহস্পতিবার আসরে ফুলকুঁড়ি দিবস পালিত হবে। এই দিবসে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ফুলকুঁড়ি সদস্য বৃদ্ধি ও মাসিক 'ফুলকুঁড়ি' পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি।

শাখা সমূহ প্রতি মাসে নিম্নোক্ত কর্মসূচী পালন করবে-

ক. কর্মীপরিষদ সভা

শাখার বিগত মাসের কাজের পর্যালোচনা, মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন সমস্যাদি আলোচনা ও কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য শাখা কর্মীপরিষদ সদস্যদের নিয়ে প্রতি মাসের শুরুতে কর্মীপরিষদ সভা করতে হবে। কর্মীপরিষদ সভার আলোচ্যসূচী হবে নিম্নরূপ :

১। কোরআন তেলাওয়াত	৫ মিনিট
২। বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও পর্যালোচনা	১৫ মিনিট
৩। বিগত মাসের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা	৩০ মিনিট
৪। মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ	৩০ মিনিট
৫। বিবিধ (সার্কুলার, মাসিক ফুলকুঁড়ি, ব্যাজ, সেবা ব্যাংক ও সাংগঠনিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা)	৪০ মিনিট
৬। সমাপনী	১০ মিনিট
মোট : ২ ঘন্টা ১০ মিনিট	

খ. ভ্রাতৃসভা

১। সত্য ভাষণ	১৫ মিনিট
২। বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও পর্যালোচনা	১৫ মিনিট
৩। ব্যক্তিগত ডায়েরী উপস্থাপন ও পর্যালোচনা	৩০ মিনিট
৪। বিবিধ (সাংগঠনিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা)	২০ মিনিট
৫। পর্যালোচনা ও সমাপনী	১০ মিনিট
মোট : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট	

গ. উপদেষ্টা পরিষদ সভা

১। কোরআন তেলাওয়াত	৫ মিনিট
২। বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন	২০ মিনিট
৩। বিগত মাসের প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন	৩০ মিনিট
৪। মাসিক পরিকল্পনা উপস্থাপন ও অনুমোদন	১৫ মিনিট
৫। বিবিধ (মাসিক ফুলকুঁড়ি এবং সাংগঠনিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা)	২০ মিনিট
৬। সমাপনী	১০ মিনিট
মোট : ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট	

শাখা পর্যায়ে প্রত্যেক মাসে কর্মীপরিষদ সভা ও ভ্রাতৃসভা অবশ্যই করতে হবে এবং উপদেষ্টা পরিষদ সভা করার চেষ্টা করতে হবে। এক উপদেষ্টা পরিষদ সভা থেকে পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদ সভার সময়সীমা দুই মাসের বেশী হবে না। কেন্দ্র প্রেরিত সার্কুলার, দিবস সমূহ উদযাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে প্রস্তুতিমূলক সভা/জরুরী সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাংগঠনিক কাঠামো ও স্তর বিন্যাস

কেন্দ্র
সারা দেশের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার জন্য কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কর্মীপরিষদ নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ
সভাপতি, সহ-সভাপতি, প্রধান পরিচালক, কোষাধ্যক্ষ, পাঁচজন বিভাগীয় উপদেষ্টা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপদেষ্টা নিয়ে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত। সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অটুট রেখে সংগঠন পরিচালনা, বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচী বাস্তবায়ন, কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় কর্মীপরিষদ
প্রধান পরিচালক, সহকারী প্রধান পরিচালক, অফিস সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, প্রকাশনা সম্পাদক, পাঁচ বিভাগের পাঁচজন সম্পাদক, ফুলমেলা সম্পাদক, পত্রিকা বিষয়ক সম্পাদকের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্মীপরিষদ গঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে কর্মীপরিষদের পদ ও সদস্য সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।
নিজ নিজ বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রধান পরিচালককে সাহায্য করা কর্মীপরিষদের দায়িত্ব।
প্রধান পরিচালক কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কর্মীপরিষদের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। সংগঠনের সার্বিক শৃঙ্খলা বিধান, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যাবতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় কর্মীপরিষদের কাজের তত্ত্বাবধান ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদকে সাংগঠনিক বিষয়ে অবহিত করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

শাখা
শহর, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুমোদনক্রমে শাখা সংগঠন পরিচালিত হয়। শাখায় কমপক্ষে তিনটি আসর থাকতে হবে। শাখা সংগঠন কেন্দ্রের অনুকরণে উপদেষ্টা পরিষদ ও কর্মীপরিষদ নিয়ে গঠিত হবে। উপদেষ্টা ও কর্মীপরিষদ নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করবেন প্রধান পরিচালক অথবা তার প্রতিনিধি। শাখা পর্যায়ে প্রতি বছর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুমোদন লাভের জন্য কোনো শাখাকে সন্তোষজনক কার্যক্রমের কমপক্ষে তিন মাসের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। প্রার্থীত শাখার কার্যক্রম পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মীপরিষদ শাখা ঘোষণা করবে। একই পদ্ধতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অসন্তোষজনক কার্যক্রমের জন্য শাখা বাতিলও করতে পারবে।

www.phulkuri.org.bd

আসর

আসর হচ্ছে সংগঠনের প্রাথমিক ইউনিট। একটি এলাকায় কমপক্ষে ১৫ জন সদস্য থাকলে শাখার অনুমোদন নিয়ে আসর গঠিত হয়। আসরে অবশ্যই কর্মীপরিষদ থাকতে হবে।

একটি আদর্শ আসরের জন্য ৭টি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে–

১) কর্মীপরিষদ
২) উপদেষ্টা পরিষদ
৩) পাঠাগার
৪) খেলার সরঞ্জাম ও মাঠ
৫) মাঠের কাজের প্লাটুন
৬) যোগাযোগের জন্য অফিস
৭) নিয়মিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন

আয়-ব্যয়

ফুলকুঁড়ি সদস্য, উপদেষ্টা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়মিত চাঁদা, প্রকাশনীর আয় ও সরকারি-বেসরকারি অনুদান থেকেই সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রমের খরচ মেটানো হয়।

তৃতীয় অধ্যায়
মাঠের কাজ

মাঠের কাজের গুরুত্ব

মাঠের কাজ বলতে মূলত খেলাধুলা-ব্যায়াম বিভাগের কাজকেই বোঝানো হয়। এ বিভাগকে খেলাধুলা, ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ এই তিনটি বিষয়ে ভাগ করা যায়। প্রফুল্ল মন আর সুস্থ শরীর না থাকলে কোনো কাজই ভালো লাগে না। শিশুকিশোরদের সুন্দর মন আর স্বাস্থ্যবানরূপে গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলা-ব্যায়ামের প্রয়োজন খুবই বেশী। অন্যদিকে কুচকাওয়াজমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের শিক্ষা যতো সহজে অর্জন করা সম্ভব অন্য কোনো কর্মসূচীর মাধ্যমে ততোটা সম্ভব নয়। ফুলকুঁড়ি আসর তাই সুন্দর মন আর সুস্থ শরীর গঠনের সাথে সাথে শিশুকিশোরদের নিয়মানুবর্তী, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের অধিকারীরূপে গড়ে তুলতে চায়।

মাঠের নেতৃত্ব

মাঠের কাজকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করার জন্য সুষ্ঠু নেতৃত্বের প্রয়োজন। ফুলকুঁড়িতে মাঠের নেতৃত্ব হবে নিম্নরূপ :

(ক) ফিল্ড ইনচার্জ

ফিল্ড ইনচার্জ হবে মাঠের সর্বাধিনায়ক। ফিল্ড ইনচার্জের নির্দেশেই মাঠের সার্বিক কাজ পরিচালিত হবে। প্রতি আসরে মাঠের কাজ নিয়মিত পরিচালিত হবে। প্রতি আসরে একজন ফিল্ড ইনচার্জ থাকবে। আসরের খেলাধুলা-ব্যায়াম সম্পাদকই আসরের ফিল্ড ইনচার্জ হওয়া ভালো।

(খ) ডেপুটি ফিল্ড ইনচার্জ

ফিল্ড ইনচার্জকে সহযোগিতা করার জন্য এক বা একাধিক ডেপুটি ফিল্ড ইনচার্জ থাকবে। ফিল্ড ইনচার্জের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি ফিল্ড ইনচার্জই মাঠের দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) প্লাটুন ইনচার্জ

আসরের সকল সদস্যকে কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করে ফেলতে হবে। ১০ থেকে ১৫ জনের একেকটি দলকেই বলা হবে প্লাটুন। আসরে প্রতিটি প্লাটুনে একজন প্লাটুন ইনচার্জ থাকবে। এর চেয়ে কম বা বেশী সংখ্যক সদস্যকে নিয়েও প্লাটুন গঠিত হতে পারে।

(ঘ) সেকশন ইনচার্জ

প্রতিটি প্লাটুন ৬ থেকে ৯ জনের গ্রুপে দুই-তিনটি সেকশনে ভাগ করা যেতে পারে। প্রতিটি সেকশনে একজন ইনচার্জ থাকবে। সদস্য সংখ্যা কম থাকলে প্লাটুনকে সেকশনে ভাগ না করাই ভালো। শাখা পরিচালকের সাথে আলাপ করে আসর পরিচালক ফিল্ড ইনচার্জ এবং ডেপুটি ফিল্ড ইনচার্জ নিয়োগ করবে। প্লাটুন ইনচার্জ ও সেকশন ইনচার্জ নির্ধারণ করার দায়িত্ব থাকবে ফিল্ড ইনচার্জের উপর।

কুচকাওয়াজ

বিভিন্ন কাশন

মাঠের কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী কুচকাওয়াজ। কুচকাওয়াজকে বলা যায় মাঠের কাজের প্রাণ। কুচকাওয়াজের কয়েকটি কাশন নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. সাবধান হও

কাশনঃ সমাবেশ, সাবধান হবে - সাবধান

ভঙ্গিঃ স্বাভাবিক ঋজুভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি থাকবে। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পায়ের সাথে লেগে থাকবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিচের দিকে থাকবে, দুই পায়ের গোড়ালি এক সাথে থাকবে এবং পায়ের পাতার কোণ হবে ৪৫°।

২. আরামে দাঁড়াও

কাশনঃ সমাবেশ, আরামে দাঁড়াবে- আরামে দাঁড়াও

ভঙ্গিঃ সহজভাবে এক পা দূরত্বে বাম দিকে বাম পা সরে যাবে এবং হাত দু'টো পেছনে নিয়ে বাম হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরতে হবে। বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় উপরে থাকবে।

৩. আরাম

কাশনঃ সমাবেশ, আরাম

ভঙ্গিঃ আরামে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত দুটো ছেড়ে দিতে হবে। কোমর থেকে উপরের অংশ নাড়ানো যেতে পারে। এই অবস্থায় থাকাকালীন 'সমাবেশ' বললে পুনরায় আরামে দাঁড়ানো অবস্থায় ফিরে যেতে হবে।

৪. ডানে ঘোর

কাশনঃ সমাবেশ, ডানে ঘুরবে-ডানে ঘোর (এ কাশন হবে সাবধান অবস্থায়)

ভঙ্গিঃ ডান পায়ের গোড়ালি এবং বাম পায়ের পাতায় হালকাভাবে ভর দিয়ে ডানে ঘুরে সাবধান হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৫. বামে ঘোর

কাশনঃ সমাবেশ, বামে ঘুরবে- বামে ঘোর

ভঙ্গিঃ বাম পায়ের গোড়ালি এবং ডান পায়ের পাতায় হালকাভাবে ভর দিয়ে বামে ঘুরে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে।

তিন সারিতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডানে-বামে ঘোরার কমান্ডের সাথে 'তিন সারিতে' এই অংশটা যোগ করতে হবে।

৬. উল্টা ঘোর

কাশনঃ সমাবেশ, উল্টা ঘুরবে- উল্টা ঘোর

ভঙ্গি : ডানে ঘোরার ভঙ্গিতেই ডান দিক দিয়ে পেছনে ঘুরে সাবধান হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৭. সমাবেশ সাজবে

কাশনঃ সমাবেশ, ডানে সাজবে - ডানে দেখ

ভঙ্গি : সামনের সারি বাম দিকে হাত তুলে হাত পরিমাণ জায়গা নেবে এবং ঘাড় ঘুরিয়ে ডানে দেখবে। আর পিছনের সারিগুলো বাম হাত সামনের দিকে তুলে হাত পরিমাণ জায়গা নেবে ও সামনের জনের বরাবর দাঁড়িয়ে লাইন-ফাইল সোজা করবে এবং সামনের লাইনের মতো ডানে দেখবে।

সামনে দেখার কাশনঃ সমাবেশ, সামনে দেখবে- সামনে দেখ।

ভঙ্গি : সবাই হাত নামিয়ে সামনে দেখবে তথা সাবধান অবস্থায় ফিরে যাবে।

৮. তাল রাখ

কাশনঃ সমাবেশ, পায়ে পায়ে তাল রাখবে-তাল রাখ

থামার কাশনঃ সমাবেশ, থামবে- এবার থাম (এক- দুই) (এ কাশন ডান পায়ে হবে)

ভঙ্গি : বাম পা থেকে শুরু করে সমানভাবে তালে তাল দু'পা উঠবে। ডান পায়ে থামবে (এক্ষেত্রে বাম পা কোমর পর্যন্ত উঠবে)।

৯. জলদি চল

কাশনঃ সমাবেশ, তিন সারিতে মধ্য থেকে জলদি চলবে- জলদি চল (এ কাশন সাবধান অবস্থায় হবে)

তাল রাখা অবস্থায় সামনে চলার কাশনঃ সমাবেশ, পায়ে পায়ে তাল রেখে সামনে চলবে- সামনে চল

থামার কাশনঃ সমাবেশ, থামবে- এবার থাম (এক-দুই)

ভঙ্গিঃ বাম পা ডান হাতে এগিয়ে চলা শুরু হবে। পায়ের অগ্রভাগ মাটি থেকে একটু উপরে উঠবে এবং হাঁটু যথাসম্ভব ভাঙবে না। হাত কাঁধ বরাবর উঠবে এবং দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে থাকবে। থামতে হবে ডান পায়ে।

১০. দৌড়ে চলবে

কাশনঃ সমাবেশ, দৌড়ে চলবে-দৌড়ে চল

থামার কাশনঃ সমাবেশ, থামবে- এবার থাম (এক, দুই)

ভঙ্গি : বাম পা থেকে শুরু হবে। হাত দু'টো বুকের কাছে থাকবে।

১১. বসে পড়

কাশনঃ সমাবেশ, এক লাফে বসে পড়বে-বসে পড়

ভঙ্গিঃ কাশন হবে আরামে দাঁড়ানো অবস্থায়। অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে পা দুটো সমভাবে রেখে আসনের ভঙ্গিতে বসে পড়তে হবে। বাম হাত বাম হাঁটুতে এবং ডান হাত ডান হাঁটুতে রেখে সহজভাবে বসতে হবে।

১২. দাঁড়াও

কাশনঃ সমাবেশ, এক লাফে উঠে পড়

ভঙ্গিঃ সমতালে একলাফে উঠে আরামে দাঁড়াতে হবে।

১৩. তালির সাথে তাল রাখ

কাশনঃ সমাবেশ, তালির তালে তাল রাখবে- তাল রাখ।

ভঙ্গিঃ বাম পা যখন মাটিতে পড়ে তখনই তালি পড়বে।

১৪. তালির তালে সামনে চল

কাশনঃ সমাবেশ, তালির তালে সামনে চলবে- সামনে চল

ভঙ্গিঃ তালির তালে তালে সামনে চলতে হবে। প্রতি বাম কদমে একটি করে তালি পড়বে।

আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ

বিভিন্ন দিবস ও বড় বড় অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ হতে পারে। এছাড়া প্রতি শাখায় প্রতি মাসে একটি আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ হওয়া প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে যিনি নেতৃত্ব দিবেন তাকে প্যারেড কমান্ডার এবং প্লাটুনের নেতৃত্ব যিনি দিবেন তাকে প্লাটুন কমান্ডার বলা হয়।

আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ মূলত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত–

১) অভিবাদন বা জেনারেল স্যালুট

প্লাটুনগুলো স্টেজের দিকে মুখ করে আড়াআড়িভাবে তিন সারিতে আরামে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্টেজের দু'পাশে ২জন/৪জন পাইলট থাকবে। অতিথি আসা মাত্রই প্যারেড কমান্ডার সবাইকে সাবধান করাবে। অতিথি স্টেজে উঠার পর সম্মান সালামের নির্দেশ হবে।

কাশনঃ ফুলকুঁড়ি আসর সমাবেশ, অতিথিকে সম্মান সালাম জানাবে, সম্মান সালাম-সালাম।

হাত নামানোর কাশনঃ সমাবেশ, হাত নামাও।

এরপর জাতীয় পতাকা ও আসর পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং অভিবাদনের নির্দেশ হবে।

কাশনঃ ফুলকুঁড়ি আসর সমাবেশ, জাতীয় পতাকাকে সম্মান সালাম জানাবে, সম্মান সালাম- সালাম।

হাত নামানোর কাশনঃ সমাবেশ, হাত নামাও।

ফুলকুঁড়ির অভিবাদন হবে পাঁচ আঙ্গুলে। পাঁচ আঙ্গুলের ব্যাখ্যা হচ্ছে আমাদের পাঁচটি আদর্শ।

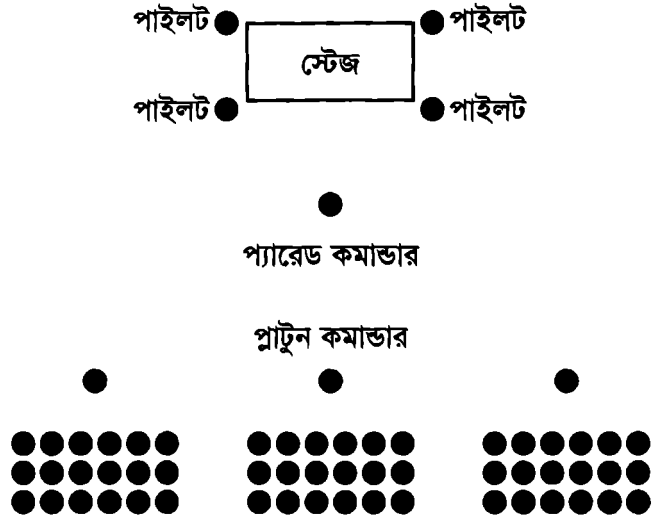

ছবি : অভিবাদন চলাকালীন দৃশ্য

২) পরিদর্শন বা ভিজিট

এবার প্যারেড কমান্ডার অতিথির সামনে গিয়ে তাকে সালাম করে সমাবেশ পরিদর্শনের অনুরোধ করবে।

অনুরোধ: ফুলকুঁড়ি আসর সমাবেশ, আপনার পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত স্যার, এরপর প্যারেড কমান্ডার এক পা পিছিয়ে এসে সালাম জানিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে। এ সময়ে প্রথম সারির দুজন পাইলট সামনে এসে পাশাপাশি দাঁড়াবে। এবার অতিথি নেমে আসবেন। অতিথি নামলেই প্যারেড কমান্ডার ডানে ঘুরে পা মারবে এবং সাথে সাথেই পাইলট দুজন চলতে শুরু করবে। প্যারেড কমান্ডার অতিথির ডান পাশে থেকে পাইলট দু'জনকে অনুসরণ করবে। পরিদর্শন শুরু হবে লাইনের ডান দিক থেকে। লাইনে পৌঁছানো মাত্রই স্লো-মার্চ শুরু হবে। সামনে পাইলট দু'জন এবং পেছনে ডানে প্যারেড কমান্ডার ও বামে অতিথি, এই অবস্থানে থেকে প্রতি ফাইলের সামনে দিয়ে স্লো-মার্চ করে যাবে। অতিথি সর্বশেষ প্লাটুনকে অতিক্রম করার পর প্যারেড কমান্ডার অতিথিকে ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে তার জায়গায় ফিরে আসবে। পাইলটদ্বয় অতিথিকে স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে স্টেজের দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। অবশিষ্ট দু'জন পাইলট তাদের নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

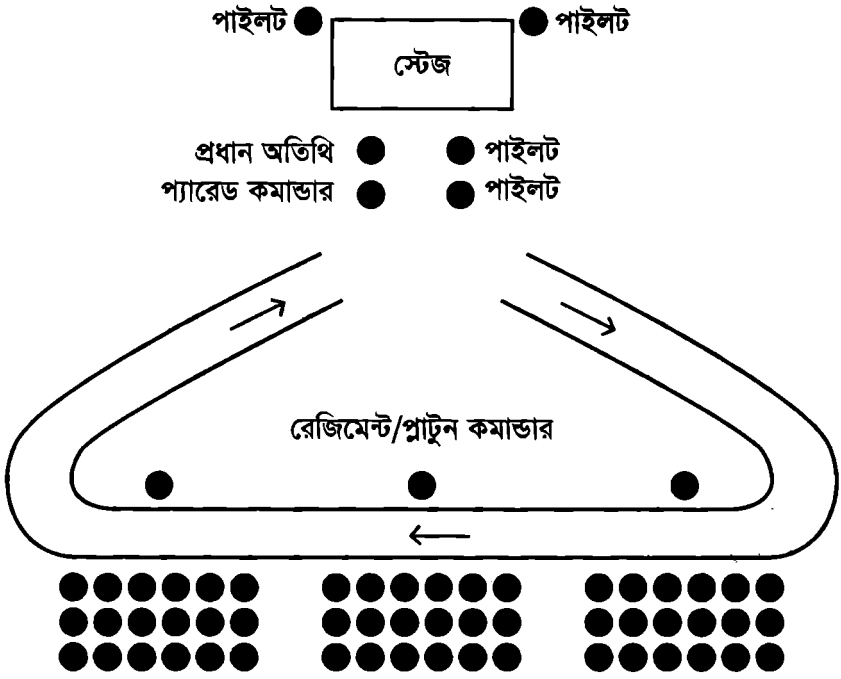

ছবি : পরিদর্শন আরম্ভ হবার দৃশ্য

৩) মার্চ পাস্ট

প্যারেড কমান্ডার পুনরায় অতিথির সামনে এসে সালাম করে মার্চ পাস্টের অনুমতি প্রার্থনা করবে।

অনুমতি : ফুলকুঁড়ি আসর সমাবেশ তিন সারিতে মার্চ পাস্ট করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী স্যার। অনুমতি নিয়ে এক পা পিছিয়ে এসে সালাম করবে। এরপর উল্টা ঘুরে প্যারেড কমান্ডার নিজের জায়গায় ফিরে আসবে। অতঃপর সমাবেশকে ডানে ঘুরিয়ে প্যারেড কমান্ডার নিজে সবার সামনে চলে যাবে এবং প্লাটুন কমান্ডারগণ ডানে ঘুরে নিজ নিজ প্লাটুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

ডানে ঘোরার কাশন: ফুলকুঁড়ি আসর, তিন সারিতে মার্চ পাস্ট করবে; সমাবেশ, ডানে ঘুরবে - ডানে ঘোর।

এরপর প্লাটুন কমান্ডারগণ নিজ নিজ কমান্ডে প্লাটুনকে মার্চ পাস্ট করাবে এবং স্টেজ অতিক্রম করার সময় সালামের কাশন হবে।

কাশন: সমাবেশ, ডানে দেখবে - ডানে দেখ।

সমাবেশ স্টেজ অতিক্রম করে গেলে সামনে দেখার কাশন হবে-

কাশন: সমাবেশ, সামনে দেখবে- সামনে দেখ।

ডানে দেখার সময় প্যারেড কমান্ডার ও প্লাটুন কমান্ডারগণ ডানে তাকিয়ে স্যালুট করে এগিয়ে যাবে। প্লাটুনের সর্ব ডানের সারির প্রথমজন ছাড়া তিন সারির সবাই

www.phulkuri.org.bd

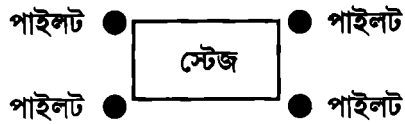

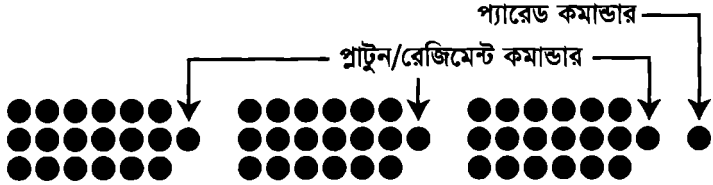

ছবি : মার্চপাস্টের দৃশ্য

ডানে তাকিয়ে এগিয়ে যাবে। সামনে দেখার কাশনের পর পুনরায় সবাই সামনে দৃষ্টি ফিরাবে। এভাবে মার্চপাস্ট শেষ করে প্লাটুনগুলো পূর্বের জায়গায় এসে দাঁড়াবে। এরপর প্যারেড কমান্ডার সমাবেশকে স্টেজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে জায়গায় ফিরে আসবে এবং সমাবেশকে আরামে দাঁড় করাবে।

কাশনঃ সমাবেশ, তিন সারিতে সামনে ফিরবে, সমাবেশ, বামে ঘুরবে- বামে ঘোর। এ সময় প্যারেড কমান্ডার ও প্লাটুন কমান্ডারগণ পূর্বের জায়গায় এসে আরামে দাঁড়াবে।

কাশনঃ সমাবেশ, আরামে দাঁড়াবে- আরামে দাঁড়াও। এরপর অতিথি বক্তব্য শুরু করবেন। বক্তব্য শেষে ফুলকুঁড়ি তালি হবে এবং প্যারেড কমান্ডার সমাবেশকে সাবধান করাবে। এরপর প্যারেড কমান্ডার সমাবেশকে জাতীয় ধ্বনি দেয়ার জন্য প্রস্তুত করবে ও জাতীয় ধ্বনি দেবে। পরে আসর ধ্বনির জন্য প্রস্তুত করবে ও আসর ধ্বনি দেবে। ধ্বনি দেয়ার সময় মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত কাঁধের উপর উঠবে।

কাশনঃ সমাবেশ, জাতীয় ধ্বনির জন্য প্রস্তুত; বাংলাদেশ- জিন্দাবাদ (৩বার)

কাশনঃ সমাবেশ, আসর ধ্বনির জন্য প্রস্তুত; ফুলকুঁড়ি আসর- জিন্দাবাদ (৩বার)

এ পর্যায়ে প্যারেড কমান্ডার অতিথির সামনে গিয়ে সালাম জানিয়ে সমাবেশ বিরতি করার অনুমতি প্রার্থনা করবে।

অনুমতির কাশনঃ ফুলকুঁড়ি আসর সমাবেশ বিরতি করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থী, স্যার।

অনুমতি নিয়ে প্যারেড কমান্ডার এক পা পিছিয়ে এসে সালাম জানাবে এবং উল্টা ঘুরে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে এবং সমাবেশ বিরতি করাবে।

কাশনঃ সমাবেশ, বিরতি করবে, বিরতি কর।

এই কমান্ডের পর সমাবেশ ৪ বার আসরের তালি বাজাবে (প্রথমে হাতে, এরপর পায়ের উরুতে, তারপর মাটিতে এবং সর্বশেষ আবার হাতে)।

আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ সকালে হলে শুরুর দিকে জাতীয় পতাকা ও আসর পতাকা উত্তোলন, সাথে জাতীয় সংগীত হবে। আর বিকালে হলে বিরতির পূর্বে পতাকা নামানো হবে।

র‍্যালি

বিভিন্ন দিবসকে সামনে রেখে র‍্যালির আয়োজন করা যেতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত স্থানে শুরু এবং শেষ করতে হবে।

রুটমার্চ

বিভিন্ন দিবস অথবা সংগঠনের প্রচার উপলক্ষে মাঝে মাঝে রুটমার্চ করা যেতে পারে। রুটমার্চের জন্য পূর্ব নির্ধারিত একটি জায়গায় সমবেত হওয়া প্রয়োজন। রুটমার্চ শুরু হবে ফুলকুঁড়ির শপথ ও ফুলকুঁড়ি সংগীত দিয়ে এবং শেষ হবে পূর্ব নির্ধারিত একটি স্থানে।

খেলাধুলা

শরীর ও মনের জন্য উপকারী শুধু এ জাতীয় খেলায়-ই ফুলকুঁড়িদের অংশগ্রহণ করা উচিত। মার্বেল, ডাঙ্গুলি ইত্যাদি ধরনের খেলা শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, খো-খো ইত্যাদি জাতীয় খেলাকে শরীর ও মনের দিক থেকে উপকারী বলা যায়।

ক্রীড়া সরঞ্জামের অভাব কিংবা মাঝে মাঝে খেলায় বৈচিত্র্য আনার জন্য খালি হাতে অথবা সামান্য উপকরণে হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্ধা এবং কিং কিং এ জাতীয় খেলা অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এছাড়া এ জাতীয় আরো অনেক মজার মজার খেলা রয়েছে। সেগুলো থেকে উদাহরণ হিসেবে নিচে কয়েকটি খেলার বর্ণনা দেয়া হলো :

নেতা বলেছেন

এ খেলায় অংশগ্রহণকারী সবাই গোল হয়ে দাঁড়াবে। একজন পরিচালনা করবে। পরিচালক দু'ধরনের আদেশ দিবে। কোনো আদেশের পূর্বে বলবে 'নেতা বলেছেন', আবার কোনো কোনো আদেশ 'নেতা বলেছেন' ছাড়াই বলবে। যেমন: 'নেতা বলেছেন দাঁড়াও' অথবা 'হাত তালি দাও'। যদি পরিচালক 'নেতা বলেছেন' না বলে কোনো আদেশ করে তবে সে আদেশ পালন করা যাবে না, যদি কেউ করে তবে সে খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র সেই আদেশই পালন করা যাবে, যে আদেশের পূর্বে বলা হবে 'নেতা বলেছেন'। তবে পরিচালক এমন কোনো আদেশ দেবে না যা দৃষ্টিকটু ও পালন করা দুঃসাধ্য। এভাবে করে সর্বশেষ পর্যন্ত যে নেতার আদেশ মেনে টিকে থাকবে সে-ই বিজয়ী হবে। এই খেলা দ্বারা আনন্দের মাধ্যমে শিশুকিশোরদের নেতা বা বড়দের আদেশ মান্য করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

লিডারশীপ গেম বা নেতৃত্বের খেলা

এ খেলার জন্য সবাই মাঠে গোল হয়ে বসবে। একজনকে একটু দূরে গিয়ে অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। বাকীরা সবাই একজনকে নেতা নির্ধারণ করে নেবে। খেলা শুরু হলে নেতা হাত তালি দেয়া, চাটি বাজানো, মাথা বা শরীর চুলকানো ইত্যাদি জাতীয় বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরপরই নেতাকে তার অঙ্গভঙ্গি বদলাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরা তাকে অনুসরণ করবে। খেলা শুরুর ইঙ্গিত পেলেই দূরে দাঁড়ানো খেলোয়াড়টি এগিয়ে এসে বৃত্তের চারপাশ দিয়ে অনবরত ঘুরতে থাকবে এবং নেতাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। নেতা চিহ্নিত করতে পর পর তিনবার ভুল করলে তাকে পুনরায় পূর্বস্থানে পাঠিয়ে

www.phulkuri.org.bd

দিয়ে নতুন নেতা নির্বাচন করে আবার খেলা শুরু হবে। কিন্তু তিনবারের মধ্যে নেতাকে চিহ্নিত করতে পারলে নেতাকেই তখন তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং নতুন নেতা নির্বাচন করে পুনরায় খেলা শুরু হবে।
লিডারশীপ গেমের জন্য অন্ততঃ ১৫জন অংশগ্রহণকারী প্রয়োজন। এর চেয়ে কম অংশগ্রহণকারী নিয়ে এ খেলা খুব একটা জমবে না। সদস্য সংখ্যা ৩০ এর বেশী হলে একাধিক গ্রুপ করে ফেলাই ভালো।

কিং কিং বা রাজা হওয়ার খেলা

এই খেলার জন্য একটা টেনিস বলের প্রয়োজন। প্রথমে একটা মাঝারি সাইজের বৃত্ত আঁকতে হবে।

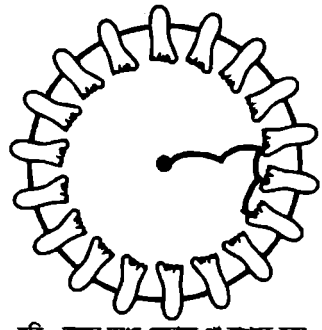

ছবি : বৃত্তের মধ্যে যেভাবে পা রাখতে হবে

বৃত্তের মধ্যে সবাই যেকোনো এক পায়ের পাতার প্রথম অর্ধেক স্থাপন করবে। এ সময়ে একজন টেনিস বলটাকে উপর থেকে বৃত্তের কেন্দ্রে ফেলবে। বলটা তখন লাফাতে লাফাতে বৃত্তের মধ্যে যার যার পা স্পর্শ করবে, তারা সবাই আউট হয়ে যাবে। বলটাকে দূরে ছুঁড়ে দিয়েই বাকীরা সবাই মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আউট হয়ে যাওয়া সদস্যরা তখন বলটাকে সংগ্রহ করে অন্যদের গায়ে লাগাবার চেষ্টা করবে। ছুঁড়ে মারা বলটাকে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ঠেকানো যাবে। তবে হাতের কব্জি ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও স্পর্শ করলেই আউট হয়ে যাবে। এমনকি মুষ্টি খুলে ক্যাচ ধরার মতো বল ধরলেও আউট হয়ে যাবে। আউট করার সময় খেয়াল রাখতে হবে বল হাতে নিয়ে দৌড়ানো যাবে না। ড্রপ দিতে দিতে এগুনো যেতে পারে কিংবা যারা আউট হয়ে গেছে তারা পরস্পর বল ছোঁড়াছুঁড়ি করেও এগুতে পারবে। এভাবে আউট হতে হতে সর্বশেষ যে অবশিষ্ট থাকবে সে-ই হবে খেলার কিং বা রাজা। আগামী খেলায় এই রাজাই বৃত্তের মধ্যে বল ফেলার সম্মান পাবে এবং তখন তার পায়ে বল স্পর্শ করলেও সে আউট হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে, বল জোরে মারা উচিত নয়, এতে কেউ আহত হতে পারে।

হ্যান্ডকার্চিফ গেম

এ খেলার জন্য একটি রুমাল প্রয়োজন হবে। খেলায় সবাই মাঠে সমান সংখ্যায় সামনা সামনি দুই সারিতে দাঁড়াবে। দুই সারির মধ্যে ১০ থেকে ১৫ গজ দূরত্ব থাকবে। এবার দুই সারির খেলোয়াড়দের নাম্বারিং হবে বিপরীত দিক থেকে।

www.phulkuri.org.bd

তারপর রুমালটি দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে রাখতে হবে। এবার খেলার পরিচালক/রেফারি যেকোনো একটি নাম্বার ডাকলে, উভয় দিক থেকে একই নাম্বারের খেলোয়াড় দৌড়ে আসবে এবং যে আগে এসে রুমালটি নিয়ে যেতে পারবে তার দল পয়েন্ট পাবে। উল্লেখ্য, রুমালটি নেয়ার সময় অন্য দলের খেলোয়াড় ছুঁয়ে দিলে কোনো দলই পয়েন্ট পাবে না। এইভাবে ২০/৩০ বার ডাকার পর যে দল বেশি নাম্বার পাবে সেই দলই জয়ী হবে। তারপর আবার নতুন করে খেলা শুরু হতে পারে।

শরীরচর্চা বা ব্যায়াম

প্রত্যেক ফুলকুঁড়ির নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়াম কখনো অনিয়মিতভাবে করা উচিত নয়। অনিয়মিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফুলকুঁড়িদের ভারী ব্যায়াম বা জিমনেশিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম না করাই ভালো। নিচে কয়েকটি হালকা ব্যায়ামের উল্লেখ করা হলো:

ক) হাঁটা: দ্রুত হাঁটা বা আস্তে হাঁটা। ভোরে নিয়মিত দলবদ্ধভাবে জগিং করা বা হাঁটা খুবই ভালো অভ্যাস।

খ) দৌড়ানো: লম্বা দৌড়, টানা দৌড়, মাঠ চক্কর দিয়ে দ্রুত দৌড়, আস্তে দৌড়, এক পায়ে দৌড়, জোড়পায়ে ব্যাঙলাফ দিয়ে দৌড় ইত্যাদি সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম।

গ) স্কিপিং: দৌড়াতে দৌড়াতে স্কিপিং ইত্যাদি।

ঘ) দৈহিক কসরত বা পিটি: মাথা, ঘাড়, কোমর, পা ও হাতের বিভিন্ন কসরত, ওজন ও ভারসাম্য রক্ষার অভ্যাস, ডিগবাজি দেয়ার অভ্যাস, বিভিন্ন লাফ-ঝাপ, আহত ব্যক্তিকে বহন করার অভ্যাস ইত্যাদি। মাঠে নিয়মিত সামষ্টিক পিটি চালু রাখা প্রয়োজন।

ঙ) বুকডন ও বৈঠক: মাটিতে ভর দিয়ে বুকডন, উঁচু কিছুতে ভর দিয়ে বুকডন, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে বৈঠক, গোড়ালিতে ভর দিয়ে বৈঠক ইত্যাদি।

মাঠের কাজ - ১০টি পিটি

১নং পিটি: (৪ সংখ্যা, ৬ বার)

প্রস্তুতি: আরামে দাঁড়ানো অবস্থায় পিটির জন্য প্রস্তুতির কমান্ড হবে। ১নং পিটির ক্ষেত্রে কমান্ড হলে সাবধান হয়ে বাম হাত উপরে উঠবে এবং ডান হাত পাশে যাবে।

আরম্ভ: ১নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
ডান হাত	ডান হাত	আবার বাম হাত	বাম হাত
মাথার উপরে	মাথার উপরে থাকবে	মাথার উপরে	মাথার উপর থাকবে
এনে তালি হবে	বাম হাত পাশে যাবে	এনে তালি হবে	ডান হাত পাশে যাবে

এভাবে করে ২৪ পূর্ণ হলে 'আপ' বলবে এবং আরাম অবস্থায় ফিরে যাবে। শুধু মাত্র ৬নং পিটি ৩২ সংখ্যায় হবে।

২নং পিটি : (৪ সংখ্যা, ৬ বার)
প্রস্তুতি : লাফ দিয়ে সাবধান অবস্থায় দাঁড়াবে
আরম্ভ : ২ নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
বাম পা	বাম পা নামিয়ে	এবার ডান পা	আবার ডান পা নামিয়ে
ডান পায়ের হাঁটু	সোজা হয়ে	বাম পায়ের	সোজা হয়ে
সমান তুলবে	দাঁড়াবে এবং	হাঁটু পর্যন্ত তুলে	দুই হাতে
এবং দুই হাতে	দুই হাতে	দুই হাতে ডান	মাথার উপরে
বাম পায়ের নিচে	মাথার উপরে	পায়ের নিচে	তালি হবে
তালি হবে	তালি হবে	তালি হবে	

৩নং পিটি : (৪ সংখ্যা, ৬ বার)
প্রস্তুতি : লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
আরম্ভ : ৩নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
লাফ দিয়ে দুই পা	লাফ দিয়ে	লাফ দিয়ে	লাফ দিয়ে
ফাঁকা করে দুই হাত	সোজা হয়ে	দুই পা ফাঁকা করে	সোজা হয়ে
দুই পাশে মাটির সাথে	দাঁড়াবে	দুই হাত মাথার	দাঁড়াবে
সমান্তরাল করে		উপরে তালি হবে	
কাঁধ বরাবর উঠবে।			

৪নং পিটি : (৮ সংখ্যা, ৩ বার)
প্রস্তুতি : লাফ দিয়ে সাবধান অবস্থায় দাঁড়াবে
আরম্ভ : ৪নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
লাফ দিয়ে	লাফ দিয়ে	লাফ দিয়ে	লাফ দিয়ে
পা ফাঁকা করে	সাবধান হয়ে	পা ফাঁকা করে	সাবধান হয়ে
বাম হাত সামনে যাবে	দাঁড়াবে	ডান হাত সামনে যাবে	দাঁড়াবে
৫	৬	৭	৮
লাফ দিয়ে	লাফ দিয়ে	লাফ দিয়ে	সাবধান
পা ফাঁকা করে	সাবধান	পা ফাঁকা করে	হয়ে
দুই হাত দুই পাশে যাবে	হয়ে দাঁড়াবে	দুই হাত	দাঁড়াবে
		মাথার উপরে তালি হবে	

৫নং পিটি : (১২ সংখ্যা, ২ বার)
প্রস্তুতি: লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
আরম্ভ: ৫নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে বাম হাত সামনে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে ডান হাত সামনে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
৫	৬	৭	৮
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে বাম হাত বাম পাশে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে ডান হাত ডান পাশে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
৯	১০	১১	১২
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাত দুই পাশে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাতে মাথার উপরে তালি হবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে

৬নং পিটি : (৮ সংখ্যা, ৪ বার)
প্রস্তুতি : লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
আরম্ভ: ৬নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাত দুই পাশে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাত দুই পাশে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
৫	৬	৭	৮
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাতে মাথার উপরে তালি হবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাতে মাথার উপরে তালি হবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে

এ পিটিতে প্রতি ৭ নম্বর এর সময় ডানে ঘুরবে

৭নং পিটি: (৪ সংখ্যা, ৬বার)
প্রস্তুতি: লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দুই হাত দুই পাশে মাটির সমান্তরালে কাঁধ বরাবর উঠবে।
আরম্ভ: ৭নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো
এক, দুই, তিন-এ দুই পাশে হাতের কব্জি পাখির ডানার মতো উড়বে। চার বললে দুই হাত মাথার উপর তালি হবে।

৮নং পিটি: (১২ সংখ্যা, ২ বার)
প্রস্তুতি : লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে।
আরম্ভ: ৮নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাত সামনে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাত সামনে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
৫	৬	৭	৮
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাত দুই পাশে চলে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাত দুই পাশে চলে যাবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
৯	১০	১১	১২
লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাতে মাথার উপরে তালি হবে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে মাথার উপরে তালি হবে	লাফ দিয়ে পা ফাঁকা করে দুই হাতে	লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে

৯নং পিটি : (৪ সংখ্যা, ৬ বার)
প্রস্তুতি : দুই পায়ের মাঝে আনুমানিক দুই হাত পরিমাণ ফাঁকা হবে এবং দুই হাত মাটির সমান্তরালে দুই পাশে যাবে।
আরম্ভ: ৯নং পিটি তালে আরম্ভ কর

১	২	৩	৪
ডান হাত দিয়ে বাম পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরতে হবে, বাম হাত মাথার উপরে যাবে	প্রস্তুতি অবস্থায় চলে আসতে হবে	বাম হাত দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরতে হবে, ডান হাত মাথার উপরে যাবে	প্রস্তুতির অবস্থায় চলে আসতে হবে

১০ নং পিটি: (৮ সংখ্যা, ৩ বার)
প্রস্তুতি : লাফ দিয়ে সাবধান হয়ে দাঁড়াবে
আরম্ভ: ১০নং পিটি তালে তালে আরম্ভ করো

১	২	৩	৪
বাম পা সামনে যাবে এবং দুই হাতে মাথার উপরে তালি হবে	সাবধান অবস্থায় দাঁড়াবে	ডান পা পিছনে যাবে এবং দুই হাতে	সাবধান অবস্থায় দাঁড়াবে

৫	৬	৭	৮
বাম পা বামে যাবে এবং বামে কাত হয়ে দুই হাতে মাথার উপর তালি হবে	সাবধান অবস্থায় দাঁড়াবে	ডান পা ডানে যাবে এবং ডানে কাত হয়ে দুই হাতে মাথার উপর তালি হবে	সাবধান অবস্থায় দাঁড়াবে

দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক পিটি শেষে আপ বলতে হবে এবং দুই পা ফাঁকা হয়ে দুই হাত পিছনে যাবে (আরামে দাঁড়াবে)।

হুইসেলিং

হুইসেলিং হচ্ছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দানের সংক্ষিপ্ত ও সহজতম পদ্ধতি। ফুলকুঁড়ির মোট দশটি হুইসেলিং রয়েছে। এগুলো প্রত্যেক ফুলকুঁড়িকে শিখে নিতে হবে।
নিচে ফুলকুঁড়ির হুইসেলিংগুলো সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো :

১নং হুইসেল: সংকেত : _____ ___ ___ ___ ___ ___
(প্রথমে একটি বড় টান, এরপর ঘন ঘন অসংখ্য ছোট ছোট টান)
অর্থ: জলদি আসো, মাঠে লাইন করো ইত্যাদি

২নং হুইসেল: সংকেত : _____ ___ ___ ___
(প্রথমে একটি বড় টান, পরে তিনটি ছোট টান)
অর্থ: ছড়িয়ে পড়ো, দূরে যাও, বিশ্রাম করো ইত্যাদি

৩নং হুইসেল: সংকেত : ___ _____
(প্রথমে একটি ছোট এবং পরে একটি বড় টান)
অর্থ: এলার্ট বা প্রস্তুত হও

৪নং হুইসেল: সংকেত : _____
(একটা বড় টান)
থেমে পড়ো, নড়বে না, যেমন আছো তেমনই থাকো ইত্যাদি।

৫নং হুইসেল: সংকেত : ___ _____ ___
(ছোট এক টান, মাঝে বড় এক টান, আবার ছোট এক টান)
অর্থ: ফুলকুঁড়ি সংকেত অর্থাৎ কাছে কোথাও কোনো ফুলকুঁড়ি থাকলে সাড়া দাও।

৬নং হুইসেল: সংকেত : _____ ___ _____ ___ _____
(একটা বড় টান, একটা ছোট টান, আবার একটা বড় টান, একটা ছোট টান, আবার একটা বড় টান)
অর্থ : বিপদ সংকেত অর্থাৎ আমি বিপন্ন। সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে এসো।

৭নং হুইসেল: সংকেত: _____ ___ _____
(একটা বড় টান, একটা ছোট টান, আবার একটা বড় টান)
অর্থ: প্লাটুন/রেজিমেন্ট ইনচার্জকে ডাকার সংকেত

৮) সংকেত : _____ ___ ___ _____
(একটা বড় টান, পরপর দুইটা ছোট টান, আবার একটা বড় টান)
অর্থ : সেকশন ইনচার্জকে ডাকার সংকেত
৯নং হুইসেল: সংকেত: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(অসংখ্য ছোট ছোট টান)
অর্থ: তিন লাইন করার সংকেত

১০নং হুইসেল: সংকেত: ___ ___ _____
(ছোট ছোট দুই টান এবং লম্বা এক টান)
অর্থ : ব্রেক আপ বা কুচকাওয়াজ সমাপ্তির সংকেত
হুইসেল যখন তখন অপ্রয়োজনে বাজানো যাবে না। ফুলকুঁড়ি সংকেত এবং বিপদ সংকেত ছাড়া বাকি সংকেতগুলো শুধুমাত্র ইনচার্জরাই বাজাতে পারবে।

মাঠের কাজের নিয়ম
১. মাঠের কাজ নিয়মিত রুটিন মাফিক হবে।
২. মাঠের কাজের একটা উপস্থিতি খাতা থাকা উচিত।
৩. খেলাধুলা ফিল্ড ইনচার্জই পরিচালনা করবে।

মাঠের আইন
১. ফুলকুঁড়িদেরকে নিয়মিত যথাসময়ে মাঠের কাজে অংশ নিতে হবে।
২. মাঠের কাজে অংশগ্রহণে কোনো অসুবিধা থাকলে পূর্বেই তা ফিল্ড ইনচার্জকে জানাতে হবে।
৩. মাঠের কমান্ড মেনে চলতে হবে এবং নিয়মমত স্যালুট দিতে হবে।
৪. প্রত্যেক ফুলকুঁড়িকে হুইসেল মেনে চলতে হবে।
৫. কেডস সহ পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছন্ন পোষাকে মাঠের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৬. কুচকাওয়াজ চলাকালীন কোনো প্রয়োজনে লাইন বা মাঠ থেকে বের হতে হলে কিংবা কথা বলতে হলে এটেনশান হয়ে (এটেনশান থাকলে জায়গায় দাঁড়িয়ে পা মেরে) ফিল্ড ইনচার্জ, প্লাটুন ইনচার্জ অথবা সেকশন ইনচার্জ (যখন যিনি পরিচালনায় থাকবেন) এর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

৭. মাঠের কাজ চলাকালীন কোনো ফুলকুঁড়ি আপত্তিকর আচরণ করলে বা কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে সাথে সাথে তা ফিল্ড ইনচার্জের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

৮. মাঠের কাজ চলাকালীন যেকোনো স্থানেই মাঠের আইন প্রযোজ্য হবে।

মাঠের শাস্তি

কোনো ফুলকুঁড়ি মাঠের আইন লংঘন করলেই কেবলমাত্র তাকে মাঠের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কাউকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে অন্ততঃ একবার সতর্ক করে দেয়া ভালো। শাস্তিগুলো হবে নিম্নরূপ -

১) রোলিং
২) ক্রলিং
৩) মাঠে চক্কর দিয়ে দৌড়ানো
৪) ব্যাঙলাফ
৫) এক পায়ে দাঁড়ানো
৬) দুই হাত তুলে দাঁড়ানো
৭) কর্ডের আঘাত
৮) মাঠের কাজ থেকে বহিষ্কার

এই শাস্তিগুলোর বাইরে কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না এবং শুধুমাত্র ফিল্ড ইনচার্জই শাস্তি দিতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র

কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র।

গঠনঃ যে সব শাখায় বিজ্ঞানের ব্যাপারে উৎসাহী উলেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য রয়েছে সেখানে কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে 'ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞানচক্র' গঠন করা যেতে পারে। ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শাখা বা আসর পর্যায়ে একটি কর্মীপরিষদ এবং কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান বিভাগের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট বিজ্ঞান অনুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। কর্মীপরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ যথাক্রমে মাসিক ও দ্বি-মাসিক সভায় মিলিত হয়ে বিগত মাসের কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আগামী মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

বিজ্ঞান চক্রের রেজিস্ট্রেশন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অধীনে বিজ্ঞানচক্র গুলোকে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিচালকের বরাবর আবেদন করলে এবং জাদুঘর প্রদত্ত নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে দিলেই রেজিস্ট্রেশনভূক্ত হওয়া যায়।

কর্মীপরিষদ :

পরিচালক, প্রজেক্ট সম্পাদক, অফিস সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংগঠক নিয়ে কর্মীপরিষদ গঠিত হবে।

উপদেষ্টা পরিষদ :

সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপদেষ্টা নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

প্রশিক্ষক : পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ হবেন বিজ্ঞান চক্রের প্রশিক্ষক।

কর্মসূচী :

খুদে বিজ্ঞানীর আসর

সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন বিজ্ঞান চক্রের ক্লাস হবে। এই ক্লাস বা খুদে বিজ্ঞানীর আসর কোনো স্কুলে বা বিজ্ঞান চক্রের জন্য নির্দিষ্ট অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাতে-কলমে শিক্ষা বিজ্ঞান চক্রের অন্যতম কর্মসূচী। ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা ও খুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রজেক্ট প্রদর্শন ও পর্যালোচনা করা হবে।

বিজ্ঞান মেলা :

শাখার উদ্যোগে সুবিধাজনক সময়ে বছরে একটি বিজ্ঞানমেলা আয়োজন করা যেতে পারে। এতে খুদে বিজ্ঞানীদের তৈরি বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রদর্শন করা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া সরকারিভাবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

বিজ্ঞান মেলা বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন: উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জুনিয়র/সিনিয়র গ্রুপে জৈব বিভাগে পৃথক পৃথক প্রজেক্ট দেওয়া হয়। ভৌতের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, হাতের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং জৈবের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী সংক্রান্ত, ভেষজ, ঔষধী, কেমিক্যাল সংক্রান্ত প্রজেক্টসমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়। শিশু একাডেমীর বার্ষিক প্রজেক্ট প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করা যেতে পারে।

আলোচনা সভা ও সেমিনার

বছরে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন দিবসে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে, বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের স্মরণে এক বা একাধিক আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। এসব সভা ও সেমিনারে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ করবেন।

বিজ্ঞান কুইজ

বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কোনো দিবসকে সামনে রেখে বিজ্ঞান কুইজের আয়োজন করা যেতে পারে। সাধারণত কোনো বিজ্ঞানীর স্মরণে অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

এসো কম্পিউটার শিখি

প্রযুক্তির এই যুগে খুদে বিজ্ঞানীদের কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল ব্যবহার পদ্ধতি জানার জন্য কম্পিউটার ক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে। শিশুদের কম্পিউটারের সাথে পরিচিতকরণ এবং কম্পিউটারের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কম্পিউটারের মৌলিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি শিশুদের উপযোগী দেশী-বিদেশী সিডি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মুভি নিয়ে আসরের একটি সমৃদ্ধ কালেকশন থাকতে পারে।

বিজ্ঞান ভ্রমণ

ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্রের সদস্যদের বিভিন্ন শিল্প কারখানা, ল্যাবরেটরী (বিজ্ঞান জাদুঘর) ও বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠাগারে বিজ্ঞান ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

পাঠাগার

খুদে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধকরণ এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞান বিষয়ক বই, বিজ্ঞানীদের জীবনী, সাময়িকী, সায়েন্স ফিকশন ইত্যাদি নিয়ে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলা দরকার।

ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটার

সাংস্কৃতিক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটার।

গঠনঃ অভিনয়ের ব্যাপারে উৎসাহী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য নিয়ে কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটার গঠন করা যেতে পারে। ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংগঠকদের নিয়ে একটি কর্মীপরিষদ ও প্রশিক্ষকদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। কর্মীপরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদ যথাক্রমে মাসিক ও দ্বিমাসিক সভায় মিলিত হয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। সুবিধাজনক সময়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে এই প্রকল্পের অধীনে নাটক, নাটিকা, একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করা যায়। তবে মঞ্চায়নের আগে অবশ্যই পান্ডুলিপি অনুমোদনসহ কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে।

কর্মসূচী

ক্লাসঃ সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন কমপক্ষে দুই ঘন্টা সময়ের জন্য কিশোর থিয়েটারের ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। কিশোর থিয়েটারের ক্লাস কোনো স্কুল বা অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাসে অভিনয় অনুশীলন, প্রয়োজন অনুসারে নাটকের রিহার্সেলের ব্যবস্থা করা হয়। নাটক মঞ্চায়ন ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দিক নিয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অভিনয় ও ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য দক্ষতার জন্য পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

নাটক মঞ্চায়ন

শাখার উদ্যোগে সুবিধাজনক সময়ে কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে বছরে কমপক্ষে একটি নাটকের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটারের খুদে অভিনেতারা অংশ নেবে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বা শিশু একাডেমী আয়োজিত বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন উপলক্ষে পথনাটকের আয়োজন করা যেতে পারে।

আলোচনা সভা ও সেমিনার

বছরে এক বা একাধিক আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। এসব সভা ও সেমিনারে নাটক ও অভিনয়ের ব্যাপারে কৃতি ও পারদর্শী ব্যক্তিগণ আলোচনা ও লেখা পাঠ করবেন।

শিক্ষাভ্রমণ

এক শাখার নাট্যকর্মীদের অন্য শাখায় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পাঠাগার

নাটক, অভিনয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণমূলক বই, পান্ডুলিপি ও শিশুতোষ চলচ্চিত্র এবং নাটকের ভিসিডি/ডিভিডি সংগ্রহে রাখা যেতে পারে।

প্রকাশনা

শাখাসমূহ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা, অভিনয় সংক্রান্ত পত্রিকা/ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে পারে। এছাড়া দেয়ালিকা প্রকাশ করতে পারে। এসবে খুদে বিজ্ঞানীদের লেখা, কিশোর থিয়েটারের প্রতিবেদন ও এই সংক্রান্ত শিক্ষামূলক লেখা প্রকাশ করা যেতে পারে।

স্মারক, সাময়িকী, পত্রিকা কিংবা যেকোনো প্রকাশনা সামগ্রী ছাপানোর ক্ষেত্রে পূর্বেই কেন্দ্রীয় আসরের যথাযথ অনুমোদন নিতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শপথ, আইন, ডায়েরী ও ফুলকুঁড়িদের স্তরবিন্যাস

শপথ গ্রহণের নিয়মঃ

পূর্ণাঙ্গ ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় সাবধান ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ডান হাত মাথা বরাবর তুলে ফুলকুঁড়ি শপথ গ্রহণ করতে হয়। হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে, পাঁচটি আঙ্গুল সোজা অবস্থায় একত্রে থাকবে।

ফুলকুঁড়ি শপথ

আমি .....
স্রষ্টার নামে শপথ করছি যে,

- দেশ ও জাতির সেবা করবো
- ফুলকুঁড়ি আইন মেনে চলবো এবং
- নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবো

মহান স্রষ্টা আমাকে এ শপথ পালনের শক্তি দিন।
আমিন।

পরিচালক/ কর্মীপরিষদ সদস্য শপথ

আমি ..... যাকে ফুলকুঁড়ি আসর ..... শাখার পরিচালক/ কর্মীপরিষদ সদস্য নির্বাচিত/ মনোনীত করা হয়েছে,
মহান স্রষ্টার নামে শপথ করছি যে,

- ফুলকুঁড়ি আইন মেনে চলবো
- দেশ ও জাতির সেবা করবো
- নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবো
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবো এবং
- আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে চেষ্টা করবো

মহান স্রষ্টা আমাকে এ শপথ পালনের শক্তি দিন।
আমিন।

ফুলকুঁড়ি আইন

১. ফুলকুঁড়িরা একে অপরের ভাই। একজন আরেকজনকে দেখলে সালাম দিবে।
২. সব সময় সত্য কথা বলতে হবে এবং কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে।
৩. বড়দের সম্মান করতে হবে, ছোটদের ভালোবাসতে হবে এবং বন্ধুদের সাথে আচরণে আন্তরিক হতে হবে।
৪. অন্যের দোষ ধরার আগে দেখতে হবে সে দোষ নিজের মধ্যে আছে কি না।
৫. এক ফুলকুঁড়ি অন্য ফুলকুঁড়ির ভুল দেখলে টিটকারি না করে বা সবাইকে বলে না বেড়িয়ে সহানুভূতির সাথে তা ধরিয়ে দিবে। কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে রেগে না গিয়ে সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

৬. অহেতুক তর্ক কিংবা ঝগড়া এড়িয়ে চলতে হবে।
৭. নিয়মিত পাঠ্যবই পড়তে হবে।
৮. শরীর ও স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে এবং সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
৯. কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে কথা বলতে হলে অথবা বাহিরে যেতে হলে পরিচালকের অনুমতি নিতে হবে।
১০. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধ্যমতো মানুষের সেবা করতে হবে।

আমার ডায়েরী

ফুলকুঁড়িরা প্রতি মাসে কোরআন/ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, নামাজ/প্রার্থনা, পাঠ্যবই অধ্যয়ন, ফুলকুঁড়ি সিলেবাসের বই পাঠ, বাসার কাজ, ফুলকুঁড়ির কাজ, সেবামূলক কাজ, খেলাধুলা/শরীরচর্চা কতক্ষণ বা কতটুকু করলো তা আমার ডায়েরীতে লিখে রাখবে। প্রতি মাসে একবার আসর বা শাখা পরিচালক ও অভিভাবক ডায়েরীর মতামতের পাতায় নিজ নিজ মতামত লিখে দিবেন।

ফুলকুঁড়ি সদস্যের কাজ

১. আসরের কাজে অংশগ্রহণ
২. নতুন সদস্য বৃদ্ধি
৩. ফুলকুঁড়ির আইন মেনে চলা
৪. ফুলকুঁড়ি পত্রিকা নিয়মিত পড়া

চৌকস

চৌকস হওয়ার প্রক্রিয়া: একজন সক্রিয় সদস্যের যদি
১. ফুলকুঁড়ি ইউনিফর্ম থাকে এবং সে
২. নিয়মিত ১ মাস আমার ডায়েরী রাখে
৩. কমপক্ষে ২ জন নতুন সদস্য বৃদ্ধি করে
৪. ফুলকুঁড়ি চাঁদা পরিশোধ করে এবং
৫. মাসিক ফুলকুঁড়ির গ্রাহক হয়
তাহলে শাখা পরিচালক তাকে চৌকস ঘোষণা করতে পারেন।

একজন চৌকস ফুলকুঁড়ির নিয়মিত কাজ ৭ টি:

১. নিয়মিত আসরের কাজে অংশগ্রহণ
২. নতুন সদস্য বৃদ্ধি
৩. ফুলকুঁড়ির আইন মেনে চলা
৪. ফুলকুঁড়ি পত্রিকা নিয়মিত পড়া
৫. ফুলকুঁড়ি চাঁদা পরিশোধ
৬. নিয়মিত আমার ডায়েরী রাখা
৭. সেবা ব্যাংক রাখা

ব্যাজ

সদস্য ব্যাজ : সদস্য ব্যাজ পেতে হলে ফুলকুঁড়ি আসর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে এবং ফুলকুঁড়ি সদস্যের নিয়মিত কাজগুলো করতে হবে।
শাখা পরিচালক প্রধান পরিচালকের অনুমতি সাপেক্ষে সদস্য ব্যাজ প্রদান করতে পারবে।
যেকোনো ব্যাজ কেবলমাত্র ফুলকুঁড়ি ইউনিফর্মের সাথে পরিধান করা যাবে।

পারদর্শিতা ব্যাজ

পারদর্শিতা ব্যাজ পাওয়ার সাধারণ যোগ্যতা-

১. ফুলকুঁড়ির সক্রিয় চৌকস হতে হবে।
২. ফুলকুঁড়ির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।
৩. কমপক্ষে ২ মাস 'আমার ডায়েরী' রাখতে হবে।
৪. যে ব্যাজ পেতে ইচ্ছুক সে বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে।

পারদর্শিতা ব্যাজ পাওয়ার নিয়মাবলী

১. পারদর্শিতা ব্যাজ প্রাপ্তির জন্য প্রধান পরিচালক বরাবর নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ করে শাখা পরিচালকের নিকট জমা দিতে হবে।
২. প্রধান পরিচালক অথবা তার প্রতিনিধি আবেদনকারীর যোগ্যতা মূল্যায়ন সাপেক্ষে পারদর্শিতা ব্যাজ প্রদান করবেন।
৩. ব্যাজ প্রাপ্ত ফুলকুঁড়ি নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে ব্যাজ গ্রহণ করবে।

প্রতিটি ব্যাজের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহের যেকোনো ১টি পূরণ সাপেক্ষে পারদর্শিতা ব্যাজ প্রদান করা হবে-

১. ফুলকুঁড়ি শিক্ষা ব্যাজঃ
ক. স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় পরপর ৩ বার প্রথম স্থান অর্জন করা।
খ. প্রাথমিক/জুনিয়র শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত।
গ. নিজস্ব উদ্যোগে পাঠাগার গড়ে তোলা, যাতে কমপক্ষে ২৫টি বই থাকবে।
ঘ. বিতর্ক অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

২. ফুলকুঁড়ি সাহিত্য ব্যাজঃ সাহিত্য সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং
ক. উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় লেখা প্রকাশ।
খ. জাতীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তি।
গ. পুরস্কারপ্রাপ্ত দেয়ালিকা সম্পাদনা ও প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান।

৩. ফুলকুঁড়ি সাংস্কৃতিক ব্যাজঃ
ক. জাতীয়/বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে আবৃত্তি, গান, অভিনয়- এ পুরস্কার প্রাপ্তি।
খ. সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ পারদর্শিতা।

৪. ফুলকুঁড়ি ক্রীড়া ব্যাজঃ খেলাধুলার আইন/নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং

ক. আন্তঃস্কুল, মৌসুমী প্রতিযোগিতা, জাতীয়/বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তি।
খ. স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন/ রানার আপ হওয়া।
গ. দলীয় প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দিয়ে বিভাগীয়/জেলা/আন্তঃস্কুল পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব।
ঘ. ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ পারদর্শিতা।

৫. ফুলকুঁড়ি শরীরচর্চা ব্যাজঃ ফুলকুঁড়ির মাঠের কাজ, ১০টি পিটি ও ১০টি হুইসেল জানা এবং
ক. বিজয় দিবস/স্বাধীনতা দিবসের মার্চপাস্টে নেতৃত্ব দেয়া।
খ. শরীরচর্চায় বিশেষ পারদর্শিতা/ডিসপ্লে তৈরি।
গ. আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের ড্রামবাদকের পারদর্শিতা।
ঘ. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় স্বীকৃতি।

৬. ফুলকুঁড়ি কৃষি ব্যাজঃ
ক. বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ ও নেতৃত্ব দেয়া।
খ. ব্যক্তিগত বাগান তৈরি, গাছের সংখ্যা কমপক্ষে ২৫টি হতে হবে।
গ. গাছের কলম/বনসাই তৈরি অথবা সংকর প্রজনন/পরিচর্যা ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা।

৭. ফুলকুঁড়ি শিল্প ব্যাজঃ
ক. আন্তর্জাতিক/জাতীয়/ বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে অংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তি।
খ. অংকিত প্রচ্ছদ/চিত্রকর্ম মুদ্রিত বা প্রশংসিত হওয়া।
গ. হস্ত ও কুটির শিল্পে পুরস্কৃত/প্রশংসিত হওয়া।

৮. ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান ব্যাজঃ তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান এবং
ক. জাতীয়/বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে মেলায় বিজ্ঞান প্রজেক্টে পুরস্কার প্রাপ্তি।
খ. নতুন কোনো বিজ্ঞান প্রজেক্ট উদ্ভাবন।
গ. তথ্য-প্রযুক্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন।

৯. ফুলকুঁড়ি সেবা ব্যাজঃ
ক. কমপক্ষে ২জন নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান।
খ. নিয়মিত কোনো উল্লেখযোগ্য সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ বা সামষ্টিক সেবামূলক কাজে নেতৃত্ব দেয়া।
গ. ফার্স্ট এইডে বিশেষ পারদর্শিতা।
ঘ. সেবা ব্যাংকের কমপক্ষে ৫জন গ্রাহক বৃদ্ধি ও নিয়মিত আদায় করা।

অগ্রপথিক

একজন অগ্রপথিক ফুলকুঁড়ি মানেই অন্য ফুলকুঁড়ির জন্য আদর্শ বা মডেল। অন্য ফুলকুঁড়ি তাকে অনুসরণ করবে, মেনে চলবে, তার মতো হওয়ার চেষ্টা চালাবে। একজন ফুলকুঁড়ি সদস্যকে তার জ্ঞান, যোগ্যতা, ব্যক্তিগত ব্যবহার, আনুগত্য, নিষ্ঠা, সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা এবং ফুলকুঁড়িতে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'অগ্রপথিক ব্যাজ' দেয়া হয়।

অগ্রপথিক ফুলকুঁড়ি জ্ঞানে, মেধায় ও কর্মে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকারী এবং সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুলকুঁড়ির কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

অগ্রপথিক যোগ্যতা অর্জনের সুবিধার্থে নিচে একটি নির্দেশিকা দেয়া হলো।

অগ্রপথিক হতে হলে, একজন সক্রিয় চৌকস ফুলকুঁড়ির যে সব যোগ্যতা থাকতে হবে–

১. ফুলকুঁড়ি বিষয়ক, ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞান অর্জন
২. কমপক্ষে ৬ মাস নিয়মিত 'আমার ডায়েরী' রাখতে হবে
৩. ফুলকুঁড়ি সিলেবাসের বই অধ্যয়ন করা
৪. কমপক্ষে ৪ টি পারদর্শিতা ব্যাজ প্রাপ্তি
৫. কমপক্ষে ১ টি লিডারশীপ ক্যাম্পে অংশগ্রহণ
৬. কমপক্ষে ১০ জন নতুন সদস্য এবং ৩ জন মাসিক ফুলকুঁড়ির গ্রাহক বৃদ্ধি
৭. কমপক্ষে ৪ মাস নিয়মিত সেবা ব্যাংক রাখা
৮. আসরের কাজে (আসর অনুষ্ঠান, সবাই মিলে পড়া, ভ্রাতৃসভা পরিচালনা ও প্রতিবেদন তৈরি) পারদর্শিতা অর্জন।

ফুলকুঁড়ি বিষয়ক জ্ঞান

মুখস্থ

১. আসরের নাম
২. মূলমন্ত্র
৩. আদর্শ ও উদ্দেশ্য
৪. শ্লোগান
৫. বিভাগীয় কর্মসূচী
৬. নিয়মিত কর্মসূচী
৭. ফুলকুঁড়ি আইন
৮. শপথ
৯. ফুলকুঁড়ি সংগীত

জানতে হবে -

১. ফুলকুঁড়ির প্রতীক
২. পতাকা
৩. পোশাক
৪. সদস্য এবং চৌকস
৫. আসর গঠন প্রক্রিয়া
৬. শাখা ও কেন্দ্রীয় সংগঠনের কর্মীপরিষদ সদস্যদের নাম
৭. ফুলকুঁড়ির ইতিহাস
৮. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিবেদন তৈরি

সাধারণ জ্ঞান : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক

১. জাতীয় পতাকা
২. জাতীয় সংগীত
৩. জাতীয় প্রতীক
৪. প্রশাসন- রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয়
৫. বাংলাদেশের শিশু সংগঠন এবং শিশু অধিকার আইন
৬. জাতিসংঘ শিশু অধিকার
৭. জাতীয় দিবস ও ব্যক্তিত্ব

ধর্মীয় জ্ঞান :

স্বধর্মে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে।

জানতে হবে - (মুসলমানদের)

১. কালেমা
২. ইসলামের মৌলিক জ্ঞান
৩. নামাজ
৪. রোজা
৫. রাসূল (সা:) এর জীবনী
৬. ইসলামী দিবস সমূহ
৭. ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

অন্যান্য যে সব কাজ করতে হবে :

১. নিয়মিত লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়ায় ভালো হতে হবে।
২. আব্বু-আম্মুর কথা শুনতে হবে।
৩. নিয়মিত কোরআন/ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে এবং নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে।
৪. কমপক্ষে দু'জন নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করতে হবে।

বিশেষ দক্ষতা

১. সাঁতার
২. সাইকেল চালানো
৩. সিভিল ডিফেন্স
৪. ফার্স্ট এইড
৫. কম্পিউটার ও সমসাময়িক প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান
৬. অন্যান্য

অগ্রপথিক ব্যাজ পাওয়ার নিয়মাবলী

১. অগ্রপথিক ব্যাজ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলে শাখা পরিচালক নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে সদস্যের যোগ্যতা উল্লেখপূর্বক দুই কপি সত্যায়িত ছবিসহ প্রধান পরিচালকের বরাবরে সুপারিশ পেশ করবেন।

২. কেন্দ্রীয় কর্মীপরিষদে আলোচনা সাপেক্ষে শুধুমাত্র প্রধান পরিচালকই অগ্রপথিক ব্যাজ প্রদান করবেন।

৩. প্রধান পরিচালক অগ্রপথিক ব্যাজ প্রার্থীর সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করবেন।

৪. ব্যাজ বছরের যেকোনোসময় ঘোষণা করা হবে, তবে ব্যাজ ও সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে।

৫. ব্যাজ প্রাপ্ত ফুলকুঁড়ি সাংগঠনিক অনুষ্ঠানাদিতে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হবে।

ব্যাজ বাজেয়াপ্তকরণ

ফুলকুঁড়ি আইন লঙ্ঘন এবং শৃঙ্খলা বিরোধী কাজের জন্য সতর্কীকরণ সাপেক্ষে প্রধান পরিচালক ব্যাজ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট

ফুলকুঁড়ি প্রতীক

পাঁচটি পাপড়ির একটি ফুল ও একটি কুঁড়ি নিয়ে ফুলকুঁড়ি প্রতীক।

ব্যাখ্যা: আজ যারা ফুলকুঁড়ি আগামীতে তারাই ফুল হয়ে ফুটবে।

ফুলকুঁড়ি পতাকা

ফুলকুঁড়ি পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৫:৩। পতাকার মাঝখানে দৈর্ঘ্যের ৩:১ ব্যাস বিশিষ্ট ৫ পাপড়ির একটি ফুল থাকবে। ফুলের কেন্দ্রের বৃত্তের ব্যাস হবে ফুলের ব্যাসের ৩:১। পতাকার জমিন এবং ফুলের মধ্যবর্তী বৃত্ত হবে আকাশী নীল রঙয়ের। ফুলের রঙ হবে সাদা।

ব্যাখ্যা: পতাকায় ব্যবহৃত সাদা রঙ শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। নীল রঙ আকাশের উদারতা এবং সাগরের গভীরতার প্রতীক। ফুলকুঁড়ির পাঁচটি আদর্শের প্রতীক হিসেবে পতাকার মাঝখানে সন্নিবেশিত হয়েছে একটি পাঁচ পাপড়ির ফুল। বিশেষ বিশেষ দিবস অথবা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাঠে বা কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা যাবে। আসর পতাকা, জাতীয় পতাকার বামদিকে অবস্থান করবে। উত্তোলিত অবস্থায় জাতীয় পতাকা, আসর পতাকার চেয়ে উঁচুতে থাকবে। পতাকা উত্তোলনের সময় উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে পতাকাকে অভিবাদন জানাবে।

ফুলকুঁড়ি পোশাক/ ইউনিফরম

ফুলকুঁড়ি পোশাক হবে নিম্নরূপ :

শার্ট: ডাবল শোল্ডার ও ঢাকনাযুক্ত দুই পকেটসহ সাদা শার্ট হবে। শার্টের সকল সেলাই ডাবল হবে এবং প্লেট থাকবে।

প্যান্ট: নেভি-ব্লু ফুল প্যান্ট

জুতা: সাদা জুতা

মোজা: সাদা মোজা

স্কার্ফ: সাদা রেখা সম্বলিত নেভি-ব্লু স্কার্ফ

ক্যাপ: সাদা রেখাসহ তিন ভাঁজের খাড়া নেভি-ব্লু ক্যাপ

এ্যাভুলেট:

কেন্দ্র এবং শাখার সংগঠকগণ ফুলকুঁড়ি ইউনিফর্মের সাথে শার্টের শোল্ডারে এ্যাভুলেট পরিধান করবেন।

কেন্দ্রীয় সংগঠক: গাঢ় নেভি-ব্লু এ্যাভুলেটের উপর ফুলকুঁড়ি মনোগ্রাম, একটি সোনালী রঙের তারকা এবং দুটি রেখা থাকবে।

শাখা সংগঠক: নেভি-ব্লু এ্যাভুলেট থাকবে। এ্যাভুলেটের উপর ফুলকুঁড়ি মনোগ্রাম এবং মান অনুযায়ী রেখা থাকবে।

ফুলমেলা:

ফুলকুঁড়ির প্রাক্তন সদস্য ও সংগঠকদের নিয়ে ফুলমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

ফুলকুঁড়ি সংগীত

ফুলকুঁড়ি ফুলকুঁড়ি
সামনে হও আগুয়ান
জেগেছে জেগেছে
শত কচি তাজা প্রাণ।

একতার বন্ধনে বাঁধা শত প্রাণ
শিক্ষার আলোকে পথ অফুরান
সুন্দর মন-প্রাণ চরিত্র শোভায়
বিলাবো আমাদের নিবেদিত প্রাণ।

অন্ধকার কেটে যায় মোদের চলায়
মিথ্যা ভীরুতা ভয়েতে পালায়
সত্যের হাতিয়ারে সেজেছি মোরা
সত্যের এ সংগ্রামে মোরা জয়ী প্রাণ।

আমাদের দু'চোখে চলার নেশা
ফুলকুঁড়ির মাঝে পাই আলোর দিশা
হোকনা এ পথ তাই শত বন্ধুর
ফুলকুঁড়ির শপথে মোরা বলিয়ান।

হাতে হাত কাঁধে কাঁধ সম্মুখে চলো
আঁধারের মাঝে মোরা আনবো আলো
বিলায়ে এই প্রাণ দুনিয়া মাঝে
গেয়ে যাই এক সুরে সবুজের গান।

(প্রত্যেক ফুলকুঁড়িকে ফুলকুঁড়ি সংগীত মুখস্থ করতে হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে যখন ফুলকুঁড়ি সংগীত গাওয়া হবে তখন উপস্থিত সবাইকে দাঁড়িয়ে গান গাইতে হবে।)

প্রার্থনা সঙ্গীত

কাগজের ফুল মোরা হবো না কভু
এই প্রার্থনা মেনে নাও গো প্রভু ॥

কাগজের ফুলে ভাই নেইকো সুবাস
তাই দেখে ধরা আজ হলো যে হতাশ ॥
হতাশার মাঝে ফের আনতে আলো
শত কচি প্রাণে দীপ শিখা জ্বালো । ঐ

সৌরভে ভরে দেবো আবার এ পৃথ্বি
পুলকিত হবে ফের বনবীথি ॥
আমাদের হাসি গানে কথা ও কাজে ॥
মুখরিত হবে ধরা নতুন সাজে । ঐ

এসো ফুলকুঁড়ি ফুলকুঁড়ি নতুন আশায়
পথ চলি কথা বলি নতুন ভাষায় ॥
আমাদের পথ চলা আলোক মিছিল ॥
আনবে নতুন সাড়া
জাগবে নিখিল । ঐ

দেশের গান

এই ঘন সবুজ প্রকৃতির দেশ
মন চায় মিশে যাই হই নিঃশেষ ॥

প্রাণ উদাস করা ওই বন ছায়াতে
মন ছুটে যায় সবুজের মায়াতে ॥
পাখির কলতানে
প্রাণের কথা বলে ॥
যেথা হারিয়ে যায় হৃদয় আবেশ । ঐ

পাখি উড়ে চলে যায় কোন সুদূরে
সন্ধ্যায় ফিরে আসে আপন নীড়ে ॥
নদীর নিবিড় গানে
নিঝুম আঁধার নামে ॥
কূলে তার থেকে যায় আকুল আবেশ । ঐ

ঋতুর গান

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত
ছয়টি পাখি ছয়টি রূপে এসে
বাংলাদেশে
ছয়টি সুরে করে ডাকাডাকি ॥

রোদে পুড়িয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে
গ্রীষ্ম এসে কয়
নতুন পথে চলতে হবে
ভাঙিয়ে দিলাম ভয় ॥
বৃষ্টির নুপুর পরে বর্ষা এসে ॥
মেঘের কাজল দিয়ে সাজায় আঁখি । ঐ

নদীর দু'টি কুল সাদা সাদা ফুল
দুলিয়ে কাশের বন
শরৎ পাখি ঘরে আসার
জানায় নিমন্ত্রণ ॥
ধানের ক্ষেতে সোনার ফসল দোলে ॥
পরায় হেমন্তকে সোনার রাখি । ঐ

গুড়ি গুড়ি পায় হিমের কাঁথা গায়
দাঁড়িয়ে কুয়াশায়
পাতাঝরা শিশির ছোঁয়া
কাঁপিয়ে দিয়ে যায় ॥
ফুলের মেলায় এসে বসন্ত রাজ ॥
রঙে রূপে করে মাখামাখি । ঐ

ফুলকুঁড়িতে এসো

ফুলকুঁড়িতে এসো বন্ধু
ফুলকুঁড়িতে এসো ॥
মনের মতো প্রাণ জাগাতে
ফুলের কাছে এসো ॥ ঐ

হৃদয় তোমার হবে বড়
নীল আকাশের মতো
উড়বে পাখি আঁকবে ছবি
ফুটবে তারা শত ॥
সুবাসিত হবে তুমি
হবে অনেক বড় । ঐ

পড়ার সময় পড়া মোদের
খেলার সময় খেলা
মায়ের আদেশ মনে রেখো
করো নাকো হেলা ॥

গড়তে হলে এই পৃথিবী
নিজকে প্রথম গড়ো
কোরআন পড়ো হাদীস পড়ো
নিয়ম-মাফিক চলো ॥
বিকশিত হবে ধরা
তাজা ফুলের মতো । ঐ

ফুলকুঁড়িদের গান

ফুলের কুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি
ঘুমিয়ে কেনো ভাই
ভোরের আলো হাসছে দেখো
রাতের কালো নাই ॥

এবার জাগো সুবাস ছড়াও
আসবে উড়ে ওলি
তোমার পাশে নেচে নেচে
গাইবে গানের কলি ॥ ঐ

সব ওলিরা ধন্য হবে
তোমার মধু পেয়ে
তোমায় তারা আদর দেবে
গুনগুনিয়ে গেয়ে ॥ ঐ

ফুটবো ফুটবো ফুলকুঁড়ি

ফুটবো ফুটবো ফুলকুঁড়ি
এ আসরে আমরা ফুলকুঁড়ি
ফুল হয়ে ফুটবো ফুলকুঁড়ি ॥

এ বাগান সুবাসে ভরবে গো
এ বাতাস আনন্দে বইবে গো ॥
পাখিরা গাইবে গান প্রাণ জুড়ি । ঐ

যাক্ যাক্ মলিনতা মুছে যাক
নিরবতা-নিরাশা টুটে যাক ॥
সব ব্যথা সব দুখ্ যাক্ উড়ি । ঐ

আমরা সব ফুল হয়ে ফুটবো গো

আমরা সব ফুল হয়ে ফুটবো গো
শতদল একসাথে মেলবো গো ॥
রঙেতে রাঙাবো গন্ধে ভরাবো দুনিয়া ॥ ঐ

আমরা হবো পৃথিবীর লক্ষ-কোটি ফুল
হাসনাহেনা কৃষ্ণচূড়া শেফালী বকুল ॥
জুঁই-চামেলী শিমুল
আর নাম না জানা কতো ফুল ॥
আর ডালিয়া । ঐ

সত্য পথের দিশা দেবো
পথহারাকে ভাই
মিথ্যা এবং পাপের সাথে
কোনো আপোষ নাই ॥
তাই আমাদের লড়াই
যতো দুঃখ ঘোঁচাতে চাই ॥
এই দুনিয়ায় । ঐ

চল যাই চল যাই

চল যাই চল যাই
ফুলকুঁড়িতে যাই
সবাই মিলে বই পড়ি
খেলি আর গান গাই ॥

ওই যে দেখো ফুলকুঁড়ি ভাই
করে যে কী
আমি যাবো আমার সাথে ভাই
তুমি যাবে কি ॥ ঐ

পৃথিবীকে গড়তে হলে
নিজকে গড়া চাই
এই শপথকে সামনে রেখে
ফুলকুঁড়ির গান গাই ॥ ঐ

নিজকে গড়ো সবার আগে

নিজকে গড়ো সবার আগে
পৃথিবীকে গড়বো যে তার পরে ॥
নিজকে গড়ার নিয়ম-নীতি জেনে
এসো বন্ধু এ সব চলি মেনে । ঐ

প্রথম হবে আল্লাহতে মন রজু
ঠিক রাখা চাই কোরআন পড়া
নামাজ রোজা ওজু ॥
ক্লাসের পড়া অন্য পড়া
যেমন ধরো গল্প ছড়া ॥
মন্দ কিছু দাও ঠেলে আর
ভালোকে নাও টেনে । ঐ

যে ছেলেটির দিন কাটে রাজপথে
কষ্ট-ক্লেশে অবহেলায়
দুঃখ-বেদনাতে ॥
ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে
তোমার সুখের খানিক দিয়ে ॥
তার দু'চোখে বেঁচে থাকার
স্বপ্নটা দাও এনে । ঐ

জীবন পথের গান

জীবন পথে গান গাবো ভাই
মানুষ হবার গান
ভালো হবার গান গাবো ভাই
ভালোবাসার গান ॥

হাত বাড়িয়ে ডাকবো কাছে
গরীব দুঃখী যত আছে ॥
মনের সাথে মন মেলাবো
প্রাণের সাথে প্রাণ ॥
ফুলে-গন্ধে সুরে-ছন্দে ॥
মোরা ভরবো সবার প্রাণ। ঐ

সবাই মোরা সবার তরে
প্রত্যেকে ভাই পরের তরে ॥
দেশের দশের করবো সেবা
দিয়ে জীবন-প্রাণ ॥
ভালো কর্মে জ্ঞানে-ধর্মে ॥
মোরা রাখবো জাতির মান। ঐ

পত্রিকার গান

আমরা ফুলকুঁড়ি দামাল ছেলে
বর্ণালী ফুলকুঁড়ি ধরি যে মেলে ॥
কেউ কেনে কারও বা প্রশ্ন চোখে
স্বপ্নের কথাগুলো রেখেছো কি মেখে ॥

স্বপ্ন শুধু নয় কাজেরও কথা
সাথে আছে খেলাধুলা বিজ্ঞান যথা ॥
শিশুদের স্বপ্নেরা মেলেছে পাখা
ফুলকুঁড়ি রঙে রঙে সেই ছবি আঁকে। ঐ

জানাই মিনতি শুভ শুভ এই দিনে
পড়বেন পড়াবেন ফুলকুঁড়ি কিনে ॥
ভালোলাগা ভালোবাসা মেলবে ডানা
ফুলকুঁড়ি ঘরে ঘরে থাকে যদি থাকে। ঐ

আমরা তো ফুলকুঁড়ি ঘুরে ঘুরে
গান গেয়ে যাই আজ সুরে সুরে ॥
ছোট বড় হাতে হাতে পৌঁছে দিতে
ফুলকুঁড়ি ফেরী করি পথেরও বাঁকে। ঐ

বনভোজনের গান

ফুলকুঁড়ি আসরের আমরা ক'জন
আমাদের আজকে বনভোজন
কি মজা কি মজা সবাই মিলে বনভ্রমণ
সবাই মিলে বনভোজন।

এসোনা মনের সুখে তাই ধরি গান
এসোনা প্রাণের সাথে তাই মিলে প্রাণ,
ভুলে যাই সব ব্যথা বেদনা
হাতে তাই হাত রাখি এসোনা,
ভালোবাসায় মোরা গড়ি জীবন
গড়ি জীবন ॥

এসোনা ফুলের সাথে আজ মিতা হই
এসোনা পাখির সাথে আজ কথা কই,
জেনে যাই ওদের ভাষাটা
খুঁজে পাই ওদের বাসাটা,
সুরে সুরে মোরা ভরি জীবন,
ভরি জীবন।

সবুজ দু'টি পাতার মাঝে

সবুজ দু'টি পাতার মাঝে
ফুলকুঁড়িদের মেলা
ফুটবে তারা এই সমাজে
খেলবে নতুন খেলা ॥

আনবে তারা এই দেশে তে
শান্তি-সুখের গান
রুখবে তারা দুখের পাহাড়
রাখবে দেশের মান ॥ ঐ

ফুল হয়ে সব ফুলকুঁড়িরা
গাঁথবে যেদিন মালা
ঘুঁচবে সেদিন দুখীর ব্যথা
দূর হবে সব জ্বালা ॥ ঐ

www.phulkuri.org.bd

কোনো এক চাঁদঢালা

কোনো এক চাঁদঢালা ঝলমলে জোছনা বেলা
জড়ো হলো ঝিঙেফুল দিশারী ও সবুজ মেলা ॥
এলো চাঁপা এলো জুঁই
আর এলো গোলাপকুঁড়ি
সব কুঁড়ি মিলে গড়লো বাগান এক
নাম দিলো তার ফুলকুঁড়ি ॥ ঐ

আজ সুরমা রূপসা থেকে পদ্মা মেঘনা হয়ে
যতো স্রোত সাগরে গেলো
আর বছর বছর ধরে কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে
ততো যে সুবাস ছড়ালো ॥
এ আমার ফুলের কুঁড়ি
স্বপ্নের দেশ থেকে আসা উড়ন্ত এক নীল ঘুড়ি ॥ ঐ

চাঁদেও গ্রহণ লাগে
জোয়ারেও আছে ভাটা
শুধু ফুলকুঁড়িদের চোখে সামনে চলার নেশা
পিছুটানে ফিরে দেখে না ॥

দেখো কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ছড়াতে সুবাস মৌ
খুঁজে পেতে জীবনের মানে
আর পৃথিবীকে গড়বার দীপ্ত শপথে ছোটে
নতুন শতকের পানে ॥
এ আমার ফুলের কুঁড়ি
স্বপ্নের দেশ থেকে আসা উড়ন্ত এক নীল ঘুড়ি ॥

আজকে ছোট কালকে মোরা

আজকে ছোট কালকে মোরা
বড় হবো ঠিক
জ্ঞানের আলোয় আমরা আলো
করবো চতুর্দিক ॥

নিত্য-নতুন আবিষ্কারে
চমকে দেবো বিশ্বটারে ॥
আমরা হবো বিশ্বমাঝে
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ॥ ঐ

জাহাজ মোদের চলবে ভেসে
দূর হতে দূর নিরুদ্দেশে ॥
আমরা হবো বিশ্বমাঝে
শ্রেষ্ঠ যে নাবিক ॥ ঐ

আকাশ পথে দেবো পাড়ি
সপ্ত আকাশ যাবো ছাড়ি ॥
আমরা হবো বিশ্বমাঝে
শ্রেষ্ঠ বৈমানিক ॥ ঐ

শত্রুমুক্ত দেশের মাটি
রাখবো সদাই পরিপাটি ॥
আমরা হবো বিশ্বমাঝে
শ্রেষ্ঠ সেনাবীর ॥ ঐ

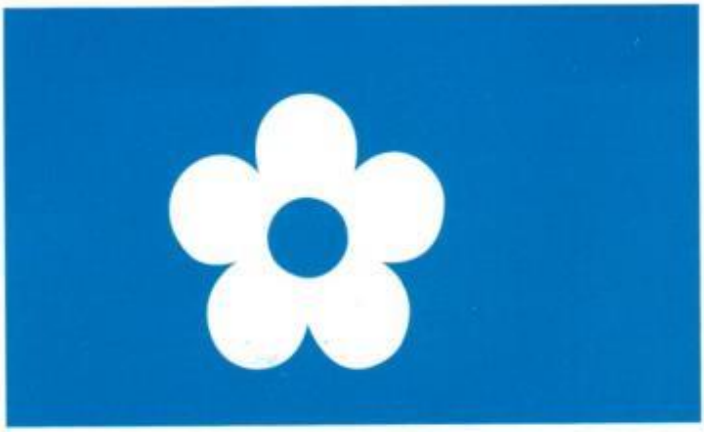

ফুলকুঁড়ি পতাকা

ফুলকুঁড়ি টুপি

www.phulkuri.org.bd

ফুলকুঁড়ি স্কার্ফ

পৃথিবীকে গড়তে হলে
সবার আগে নিজকে গড়ো

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
১১৩/১ সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড
মৌচাক, ঢাকা-১২১৭। ফোন: ০২-৯৩৪৬৫২১

www.phulkuri.org.bd